CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-90 ■ 30 December, 2025 ■ আগরতলা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৪ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

এঞ্জেল হত্যাকান্ড

ঘৃণার অপরাধ নিন্দা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ।। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ত্রিপুরার ছাত্র এঞ্জেল চাকমার হত্যাকাণ্ডকে একটি ভয়াবহ ঘৃণার অপরাধ হিসেবে নিন্দা করেছেন এবং বিজেপির দীর্ঘকালীন ঘৃণামূলক পরিবেশকে এর জন্য দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপির ঘৃণাবিস্ফোরক নেতৃত্বের কারণে দেশের যুবসমাজে এ ধরনের সহিংসতা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

রাহুল গান্ধী সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, "দেহরাদুনে ত্রিপুরার দুই ভাইয়ের ওপর জাতিগত আক্রমণ, যার ফলে একজন মারা গেছে, এটি একটি ঘৃণার অপরাধ এবং এর কারণ হলো দীর্ঘদিন ধরে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হওয়া, যা শাসক বিজেপির ঘৃণাবিস্ফোরক নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

২৪ বছর বয়সী এঞ্জেল চাকমা, যিনি ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার নন্দননগর থেকে এমবিএ পড়তে দেহরাদুন গিয়েছিলেন, ৯ ডিসেম্বর এক দল লোকের দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এঞ্জেল তার ভাই মাইকেল সহ একটি ক্যান্টিনে বসে থাকাকালীন ওই দল তাকে জাতিগতভাবে গালি দেয়। এঞ্জেল প্রতিবাদ করলে, তার ওপর চলতে থাকে ধারালো অস্ত্র এবং বস্তুর আঘাত। মাইকেলও তার ভাইকে রক্ষা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিতাকে ফোনে স্বান্ত্বনা উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। দেরাদুনে অধ্যয়নরত প্রয়াত ছাত্র এঞ্জেল চাকমার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

তিনি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে আশ্বাস দিয়েছেন, এই ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না এবং ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, রাজ্য সরকার এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। রাজ্যে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিমধ্যে ৫ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকি পলাতক আসামিদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, দেশ-বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

আরাবলির সংজ্ঞা নিয়ে ফের পর্যালোচনা করবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ।। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার আরাভালি পর্বতমালার সংজ্ঞা নিয়ে তার ২০ নভেম্বরের রায় স্থগিত করেছে। আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আরাভালি পর্বতমালার সংজ্ঞা কী হবে, সেই বিষয়ে পুনরায় বিচার করা হবে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল গঠন করা হবে, যারা এর উচ্চতা এবং ওই অঞ্চলে খনি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে পর্যালোচনা করবেন।

আগে, সুপ্রিম কোর্ট ২০ নভেম্বর একটি রায়ে আরাভালি পর্বতমালার সংজ্ঞা ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এবং দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে নতুন খনি লাইসেন্সের অনুমতি নিষিদ্ধ করেছিল। তবে এই সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল, এবং আদালত পুনরায় তা পর্যালোচনা করতে চাইছে।

এ বিষয়ে শনিবার সুপ্রিম কোর্ট নিজ উদ্যোগে আরাভালির সংজ্ঞা সম্পর্কিত সমস্যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, এবং এই রায়ে কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন কিনা, তা পুনরায় পর্যালোচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ পূর্বের সেই রায়ও একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চই দিয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ভূপেশ আর গাভাই। নভেম্বরের রায়ে আদালত আরাভালি পর্বতমালার সংজ্ঞার বিষয়ে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের একটি কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছিল।

কমিটি তার সুপারিশে জানিয়েছিল যে, 'আরাভালি পাহাড়' হতে হবে এমন কোনো ভূমি যা আরাভালি জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং স্থানীয় ভূ-সতত থেকে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় রয়েছে। আর, 'আরাভালি পর্বতশ্রেণী' হবে এমন দুটি বা তার বেশি পাহাড়, যা একে অপরের ৫০০ মিটার নিকটবর্তী অবস্থায় রয়েছে।

আরাভালি পর্বতমালা ভারতের অন্যতম প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, যা দিল্লি থেকে গুজরাট পর্যন্ত, হরিয়ানা এবং রাজস্থান অতিক্রম করে বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণী প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, যা উত্তর ভারতের মরুকরণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত, এবং জলশক্তি পুনর্নবীকরণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি হবে, যা আরাভালি পর্বতমালার সংজ্ঞা এবং সেখানে খনি কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আরও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করবে। আদালত এর মাধ্যমে আরাভালি পর্বতশ্রেণীর সংরক্ষণকে সবচেয়ে বড় গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ সেখানে অতি মাত্রায় খনন কাজ জাতীয় পরিবেশের জন্য "মহান বিপদ" সৃষ্টি করতে পারে।

এই বিবৃতি দিয়ে আদালত পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরাভালির সংরক্ষণকে একটি অগ্রাধিকারের বিষয়ে অভিহিত করেছে।

পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। প্রয়াত এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনায় ত্রিপুরা সরকার শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে তথ্য জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় তিনি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। আলোচনায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে এবং আইন তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চলবে। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে উত্তরাখণ্ড সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত এঞ্জেল চাকমার পরিবারের জন্য এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই শোকের মুহূর্তে রাজ্য সরকার শোকাহত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে বলেও তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সরকারের মানবিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন বিভিন্ন মহল।

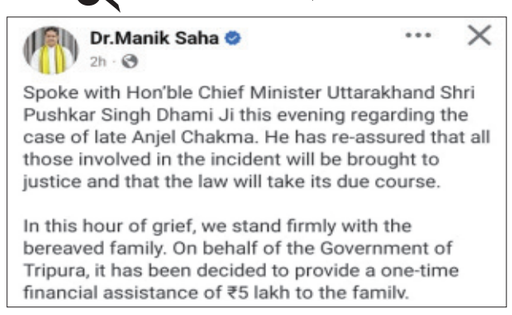

বাজাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অটো বিক্রির অভিযোগ, গণ ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বাজাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অটো বিক্রির অভিযোগ তুলে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে গণধর্না কর্মসূচি সংগঠিত করল ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত পশ্চিম ত্রিপুরা অটো রিক্সা মজদুর সংঘ। সোমবার অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সংগঠনের বহু অটোচালক ও শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে অটো বিক্রি সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে গত ২৪ ডিসেম্বর আগরতলার পূর্ব থানায় বাজাজ কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন অটো মালিক ও চালকরা। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় পারমিট ছাড়াই পাঁচ শতাধিক অটো বিক্রি করেছে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি।

অটোচালকদের অভিযোগ, যেখানে আগরতলা শহরে যানজট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বিনা পারমিটে এত সংখ্যক অটো কীভাবে বিক্রি করা হলোতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। এর ফলে একদিকে যেমন শহরের যানজট আরও বেড়েছে, তেমনি বৈধভাবে পারমিট নিয়ে চলা অটোচালকদের রুজি-রোজগারেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে দাবি সংগঠনের।

গণধর্না থেকে অবিলম্বে বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবৈধভাবে বিক্রি হওয়া অটোগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

ডেলিবারি বয় খুন, চাঞ্চল্য বামুটিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ডেলিভারি বয়ের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালী দল। দলের প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ এক বিবৃতিতে জানান, বর্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী সরকারি চাকরির আশায় না থেকে পরিবারে বোঝা না হয়ে অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবার কাজে যুক্ত হচ্ছেন। সারা ভারতের মতো ত্রিপুরা রাজ্যেও সুইগি, ফ্লিপকার্টের মতো বিভিন্ন সংস্থায় শত শত শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে কাজ করছেন।

দুলাল ঘোষের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অর্ডার পৌঁছাতে দেরি হওয়াকে কেন্দ্র করে ডেলিভারি বয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্ডারকারীরা মদ্যপ অবস্থায় ডেলিভারি কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছেন, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। তিনি বলেন, ডেলিভারি কর্মীরা যে অত্যন্ত অসহায় ও নিরীহ, তা অর্ডারকারীরা ভুলে যাচ্ছেন।

তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, কিছুদিন আগে ধর্মনগরে এক ডেলিভারি বয়কে মারধরের পাশাপাশি সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চরম অপমান ও মানসিক চাপে ওই যুবক শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। এর দু'দিন পর আগরতলা শহরের বিমানবন্দর এলাকায় আরেক ডেলিভারি বয়কে মারধরের ঘটনাও সামনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে মিছিল, আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। একত্রে নিয়োগের দাবিতে ফের শিক্ষা ভবনের ঘেরাও করেন টেট পরীক্ষার্থী বেকার যুবক যুবতীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন শিক্ষা ভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। তবে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছনোর আগেই পুলিশি ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, গত ২০২২ সালে টেট পরীক্ষায় হয়েছিল। তাতে ৩৬১ জন পরীক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু টিআরবিটি এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না। এ বিষয়ে একাধিকবার মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে সোমবার সকালে নিয়োগের দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

টেট পরীক্ষার্থীরা

পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কিছুক্ষণের জন্য ধস্তাধস্তি হয় বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনটি স্থানে দুর্ঘটনায় আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া / চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর ।। আজ ২৯ সন্ধ্যায় বিলোনিয়া থানার অধীন কালিনগরে একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। মানিক পাল (৫৯), পিতা- মৃত পেয়ারী মোহন পাল, গ্রাম- গজারিয়া (বর্তমানে বাশপাড়া কলোনিতে ভাড়া বাড়িতে থাকেন), রেজিস্ট্রেশন নম্বর- টিআর০১ত এভি-৭৬২৩, তিনি স্কুটি চালিয়ে কালিনগরে পৌঁছালে তিনি দুজন পথচারীকে পেছনে সজোড়ে ধাক্কা দেয়।

পথচারী দুজন হলেন ১) সমীর মজুমদার (৫২), পিতা- হরিধন মজুমদার, গ্রাম- নিয়ার সৎসঙ্গ, বিলোনিয়া এবং ২) দীপক আচার্য (৫৪), পিতা- মৃত উমেশ আচার্য, গ্রাম- কালিনগর, বিলোনিয়া। ফলে তিনজনেরই শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত পায়।

বিলোনিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর মানিক পাল এবং সমীর মজুমদারকে শান্তিরবাজার জেলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কথা বলেছেন কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ, আজ মোহনপুর, তারানগরের তারা সুন্দরী বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত 'ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট ফেস্টিভ্যাল ২০২৫' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর একভাগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে চলন্ত পণ্যবাহী লরিতে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। সোমবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কৈলাসহর থানার অন্তর্গত নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর দীঘির পাড় এলাকায় এক চলন্ত মালবোঝাই বড় লরিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ঘটনার ফলে এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। জানা গেছে, লরিটির ভেতরে চিপস জাতীয় খাদ্যপণ্য ভর্তি প্যাকেট বোঝাই ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, যে রাস্তা দিয়ে লরিটি চলছিল, সেই রাস্তার উপর দিয়ে প্রায় দশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার অত্যন্ত নিচু অবস্থায় ঝুলে ছিল। চলন্ত লরির সঙ্গে ওই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ তারের সংযোগ ঘটতেই মুহূর্তের মধ্যে গাড়িতে আগুন ধরে যায় বলে অভিযোগ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক সহ উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। প্রেমতলা থেকে কুর্তি কদমতলা যাওয়ার পথে একটি বাইকসহ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম সুদীপ দাস (৪০) বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাস্তার ধারে বাইকটি পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পথচারীদের। পরে কাছে গিয়ে দেখা যায়, এক ব্যক্তি নিথর অবস্থায় পড়ে আছেন। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথা উঠে এলেও, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও তদন্তের অগ্রগতির পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

১৫ দিন ধরে তালাবন্দী পিতরাই পাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। *দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে তালাবন্দী অবস্থায় রয়েছে পিতরাই পাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে অসুস্থ রোগীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।*

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পিতরাই পাড়া থেকে বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। ফলে সামান্য অসুস্থতা হলেও রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে বাইখোড়ায় ছুটে যেতে হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থদু'দিক থেকেই ভোগান্তি বাড়ছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীর দাবি, যে জমিতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেই জমির মালিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এই কারণে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জে. এম. দাস-কে অবহিত করা হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

অবশেষে উপযুক্ত ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনরায় চালুর দাবিতে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকার মানুষ। এখন দেখার বিষয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কবে এবং কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

CMYK

Page 1.pmd 1 30-12-2025, 00:47

জাগরণ আগরতলা,৩০ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১৪ পৌষ , মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চাকুরী প্রত্যাশীরা আন্দোলনমুখী

কর্মসংস্থানের দাবিতে রাজ্যে ও বেকাররা আন্দোলন মুখী হইতে শুরু করিয়াছে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকটে পড়াশোনা বিঘ্নিত হইতেছে। অথচ টেট উত্তীর্ণ বেকারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার গড়িমসি শুরু করিয়াছে। তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বেকাররা রাস্তায় নামিয়াছে। সোমবার শিক্ষা ভবন ঘেরাও করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে টেট উত্তীর্ণ বেকাররা। এদিন তাহারা স্পষ্ট ভাবে বার্তা দিয়াছে সরকার যদি অনতিম্বলম্বে তাহাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে তাহারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হইবে। সারা দেশের সাথে রাজ্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। সরকারি চাকরির সংখ্যা খুবই সীমিত। বৃহৎ কোন শিল্পকল কারখানা না থাকায় বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্ষমতায় আসিলেও বাস্তবে বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা কষ্টকর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে সমস্ত বেকারদের সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করা কোন সরকারের পক্ষেই কোনদিনই সম্ভব হইবে না। সেই কারণেই বহির রাজ্যের শিল্পকলা কারখানায় রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যে চাকুরী মেলার আয়োজন করা হইয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। তাহাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে বেকাররা। সারা দেশেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। ফলে মানুষ অসহায় হইয়া পড়িতেছে। বেকারত্ব গোটা দেশকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করিতেছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না।

গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান কমিয়াছে, তেমনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারি রিপোর্টেই এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে করা 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজ সার্ভে' রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া সরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান কমিবার ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।এই সমীক্ষার আওতায় ছিল সিপিএসই। এর বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং সাবসিডিয়ারিগুলি, যেখানে সরকারের ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার রহিয়ায়েছে। এই সংস্থাগুলিতে ২০১৩-র মার্চে যেখানে ১৭.৩ লাখ কর্মী ছিল, ২০২২-এর মার্চে তাহা কমিয়া হইয়ায়েছে ১৪.৬ লাখ। সমীক্ষায় ৩৮৯টি সিপিএসই-কে নেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যে ২৪৮টি এখনওচালু রহিয়াছে।'সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, মোট কর্মসংস্থান ২.৭ লক্ষের বেশি হ্রাস ছাড়াও, কর্মসংস্থানের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। ২০১৩-র মার্চে মোট ১.৭ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ১৭ শতাংশ চুক্তিতে ছিলেন এবং ২.৫ শতাংশ অস্থায়ী বা দৈনিক মজুরির হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে চুক্তি কর্মীদের অংশ বাড়িয়া ৩৬ শতাংশ হইয়াছে যেখানে অস্থায়ী ও দিনমজুর শ্রমিকদের অংশ বাড়িয়াছে ৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সিপিএসই-তে নিযুক্তদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ চুক্তি বা নৈমিত্তিক কর্মীদের বিভাগে পড়িয়াছিল, যেখানে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এর হার ছিল ১৯ শতাংশ।'সংস্থা-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে সাতটি সিপিএসই আছে যেখানে গত দশ বছরে মোট কর্মসংস্থান ২০ হাজারেরও বেশি কমিয়াছে। তালিকার নেতৃত্বে রহিয়াছে বিএসএনএল, যেখানে কর্মসংস্থান প্রায় ১.৮ লাখ কমিয়াছে। এর পরে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এমটিএনএল— দুই সংস্থাতেই এই সময়ের মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ হারাইয়াছেন।'উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, যে সংস্থাগুলি চাকরি কমিবার তথ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লাভে চলা ও লোকসানে চলা উভয় সংস্থাই রহিয়াছে। যেমন এমটিএনএল এবং বিএসএনএল দেশের অ-লাভজনক ১০টি সিপিএসই-র তালিকায় নাম তুলিয়াছে। লোকসানে চলা, ঋণজর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ওএনজিসি দুই সিপিএসই ২০২১-২২ আর্থিক বছরে উচ্চ লাভে চলা সংস্থার তালিকায় স্থান পাইয়িছে। অর্থাৎ, সংস্থাগুলিতে কর্মী করাইয়া ফেলিবার একমাত্র কারণ মোটেই সংস্থাগুলির লোকসানে চলা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ কাজ হারাইয়াছেন। কর্মসংস্থান হারাইয়া ওইসব মানুষজন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তারা তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন। উত্তরণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

এআইডিএসও-র ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আগরতলায় ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: এআইডিএসও-র ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আগরতলা প্রেসক্লাবে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সুরক্ষা ও উন্নয়নের দাবিতে নানা স্লোগান দেন।

সমাবেশ শেষে এআইডিএসও-র এক প্রতিনিধি দল সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার উদ্দেশে ১০ হাজার গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ ও বেসরকারিকরণের প্রবণতার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতেই এই আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

রহস্যাবৃত চৈতন্য অন্তর্ধান অন্ধকার থেকে আলোয় আনা হোক

বিশ্বজিৎ বৈদ্য, গবেষক
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব আন্দোলনের একমাত্র প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান তথা দেহাবসান আজও রহস্যাবৃত ও অনালোকিত। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-র আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে স্বর্ণাক্ষরে কলম দিলেন- 'চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চাশে হইল অন্তর্ধান।' অর্থাৎ চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দে জন্ম নিয়েছিলেন এবং ১৪৫০ শকাব্দে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। কিন্তু অন্তর্ধান কিভাবে হলেন, কোথায় হলেন সে প্রসঙ্গে গোস্বামীপাদ কিছুই বলেননি। মহাপ্রভুর তিরোধান বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নীরব থেকেছেন বৃন্দাবন দাসও।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে তিনটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এক, কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে তিনি সমুদ্রের দিকে হেঁটে যান এবং সমুদ্রের বিলীন হয়ে যান। দুই, পুরীর জগন্নাথ মূর্তির মধ্যে তিনি লীন হয়ে যান। তিন, পায়ে আঘাত লেগে সেপ্টিসেমিয়া হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ড. সুকুমার সেন বা ড. বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেছেন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত'র পরিসমাপ্তি যেন আকস্মিকভাবেই ঘটেছে। তাঁদের মূল পুঁথির একেবারে শেষ অংশে চৈতন্যদেবের লোকান্তর বর্ণনা ছিল বলে অনুমান করেছেন ড. সেন ও ড. মজুমদার। ১৫১০ সালে চৈতন্যদেব পুরীতে আসেন তারপর পুরী থেকে উপকূল বরাবর কন্যাকুমারিকা হয়ে দ্বারকায় পৌঁছান। সেখান থেকে নর্মদা নদীর তীর বরাবর ১৫১২ সালে পুরীতে ফিরে আসেন।

চৈতন্য মৃত্যুরহস্যের গবেষক ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় পুরীতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। রাজীব গান্ধীর মত মানুষও তার কাছে আসতেন। অথচ জনপ্রিয় এই মানুষটি যখন খুন(মতান্তরে আত্মহত্যা) হলেন তখন সেরকম কেউ শ্মশানে আসেন নি। দাহ করার পর উড়িষ্যা পুলিশ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের ঘর থেকে বইপত্র, প্রাচীন পুঁথি নিয়ে চলে যান। কাছের মানুষদের ড. মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন- 'শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ জীবন বড় কষ্টের। যাঁরা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলেন তাঁদের নাম ফাঁস করে দেব। সব পুঁথি, প্রমান পেয়েছি।' যে মানুষটা চৈতন্য মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন সেই মানুষটার-ই ১৯৯৫ সালের ১৭ এপ্রিল রহস্যমৃত্যু হল। চৈতন্য খুনের কিনারা খুঁজতে গিয়ে খুন হতে হল চৈতন্য-গবেষককেই। পুরীর আনন্দময়ীর আশ্রমের আধ চৌবাচ্চা জলে ড. মুখোপাধ্যায়ের মাথাটা ডোবা ছিল, পা দুটো চৌবাচ্চার বাইরে। হাত দুটো পেছন দিকে দঁড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না। ঘরের মধ্যে ঘুমের ওষুধের ছড়াছড়ি। ইংরেজিতে দুটি সুইসাইড নোট, প্রচুর বই-পুঁথি সব লণ্ডভণ্ড অবস্থায়। এমনটাই বক্তব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের। স্থানীয়রা একে খুন বলে মনে করলেও সরকারি খাতায় এটা আত্মহত্যা।

ড. মুখোপাধ্যায় চৈতন্য অন্তর্ধান প্রসঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিকে গবেষণালব্ধ কথাগুলো লিখলেন ১৯৭৮ সালে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখেছেন পুরীর ভারত সেবা সংঘের কর্মসচিব স্বামী অভিনবানন্দজী এক চিঠিতে তাঁকে জানিয়েছিলেন, মহাপ্রভুর দেহটিকে মনিকোঠার রত্নবেদীর নিচেই সমাহিত করা হয়েছিল ড. দীনেশচন্দ্র সেনও গ্রন্থে বলেছেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে চৈতন্যদেব-কে খুন করে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। ২০০০ সালে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-র প্রত্নতাত্ত্বিকগণেরা জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে খুঁজে পান প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের এক কঙ্কাল। পরীক্ষা করে জানা গেছে কঙ্কালটি আনুমানিক ৫০০ বছরের অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী কোনো ব্যক্তির। বেশিরভাগ মানুষজনই মেনে নিলেন এ কঙ্কাল বাংলা ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব চৈতন্যদেবের। ১৫৩৩ সালে ২৯ জুন জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্যদেব গান গাইতে গাইতে ঢুকলেন আর বের হলেন না। লকডাউন পিরিয়ড বাদ দিলে, সেই প্রথম ও শেষ মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য জগন্নাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। এ বিষয়ে অধিকাংশ চৈতন্যজীবনীকার একমত। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে আর মাত্র ১০ দিন বাকি ছিল- এমনভাবেই শেষ হয়েছে 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' উপন্যাসের প্রথম খন্ড। 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের পান্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পৌঁছানোর আগেই হয় ড. মুখোপাধ্যায়ের রহস্য মৃত্যু। মালীবুড়োও 'শ্রী চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে চেষ্টা করেছেন। চৈতন্য মৃত্যু রহস্য আজও অনালোকিত থেকে গেছে। চৈতন্য অন্তর্ধান রহস্য আলোয় এনে প্রচার করা হোক বাঙালির হৃদয়ে। যে সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা আছে তা উদঘাটিত করা হোক। বাঙালি হয়ে এটা জানা অত্যন্ত জরুরী। তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কে এসব তথ্য অধিকাংশ বাঙালির-ই অজানা। সরকারি উদ্যোগ এই মহামানবের মৃত্যুরহস্য উদঘাটিত করে প্রচার করার প্রয়োজন আছে।

ইতিহাসটা ইতিহাসের মতো করে লেখা হয় না। অনেক ইতিহাসই ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যায়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ইতিহাসের পাতায় লেখা হল ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন বলবন্ত রাই মেহতা (১৯৫৭)। ইতিহাসে এও উল্লেখ থাকল আধুনিক পঞ্চায়েতরাজ শাসন ব্যবস্থা মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্ক প্রসূত এক ধারণা। পঞ্চ আয়েত গু পঞ্চায়েত অর্থাৎ পাঁচজনের আয়েত বা গঠিত পরিষদ। মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গণে পাঁচজনকে মিলিত করে পঞ্চায়েতের প্রথম খুঁটি পুঁতেছিলেন। ইতিহাস তুলে আনছি অথচ ইতিহাসে উল্লেখ নেই। গান্ধীজীর জন্ম ১৮৬৯ সালে, মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৬ সালে। সুতরাং গান্ধীজীর আবির্ভাবের প্রায় ৪০০ বছর আগে শ্রীবাস অঙ্গনে পঞ্চায়েতের প্রথম খুঁটিটা চৈতন্যদেব-ই পুঁতেছিলেন। দেশ, রাজ্যে এখন এত বিবাদ, এত কঠিন পরিস্থিতি। যিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আনলেন সেই মহাপ্রভুর ছবি কোনও পঞ্চায়েত অফিসে আছে? সম্ভবত নেই। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছরের গবেষণালব্ধ ইতিহাস ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল। অথচ ৩০০-৪০০ বছর আগের ইতিহাস উল্লেখ করা হল না কেন? উল্লেখ থাকল না কেন? মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্য আর নেতাজি'র অন্তর্ধান রহস্য আজও উন্মোচিত হল না। মহাপ্রভুর অন্তর্ধধানের পর শ্রীবাসাদি ভক্তগণের কী দশা হল? কিভাবে তাঁদের তিরোধান হল সে কথা ইতিহাসে কেন উল্লেখ করা হল না?

কীভাবে তৈরি হয়েছিল প্রথম আইফোন

দু'হাজার সাত সালে বাজারে এসেছিল এমন একটি মোবাইল ফোন - যা সারা বিশ্বের যোগাযোগের প্রযুক্তি এবং এর সামাজিক ভুমিকার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল। সেই ফোনের নাম ছিল আইফোন।

সেই প্রকল্পের একজন প্রকৌশলী ছিলেন এ্যান্ডি গ্রিনিয়ন - বিবিসির এ্যাশলি বায়ার্নের কাছে তিনি বর্ণনা করেছেন আইফোন কি ভাবে তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের কথা।

'যখন প্রথমবার আমরা লোকের হাতে সেই আইফোন দেখতে পেলাম - যা আমরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে বানিয়েছি - তখন তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়াটা ছিল এক কথায় দারুণ ব্যাপার' - বলছিলেন তিনি।

জানুয়ারি ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে এ্যাপল কোম্পানি প্রধান নির্বাহী স্টিভ জবস স্যান ফ্রান্সিসকোয় এক অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো উন্মোচন করেছিলেন আইফোন নামে এক নতুন ধরণের মোবাইল ফোন - যা বিশ্বের কোটি কোটি লোকের জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

আজ আমরা যাকে বলি স্মার্টফোন - তার সূচনা এখান থেকেই।

এই ফোনের ছিল একেবারে নতুন ধরণের টাচস্ক্রিন, সহজে ব্যবহার করা যায় এরকম ইন্টারফেস, আর সুন্দর ডিজাইন। সব মিলিয়ে দেখা গেল, একটা আইফোন হাতে থাকলে আপনার যেন আর কিছুরই দরকার নেই।

আপনি এতে গান শুনতে পারেন, ছবি তুলতে পারেন, ভিডিও স্ট্রিম করতে পরেন, ইমেইল করতে পারেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে পারেন। তার সাথে ফোনে কথা বলা তো আছেই।

প্রযুক্তির দিক থেকে এটা ছিল এক নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়া, এবং সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা লোকেদের আইফোন দেখে রীতিমত তাক লেগে গিয়েছিল।

'আইফোন জিনিসটা লোকের মধ্যে একট উত্তেজনা তৈরি করেছিল। তাদের ভেতর থেকে সেরা প্রতিক্রিয়াটা বের করে এনেছিল। আইফোনে কি করা যায় - তার এক একটা যখন তাদের দেখানো হচ্ছিল - তারা এমনভাবে চিৎকার করছিল যে আমরা বুঝলাম, তারা জিনিসটা পছন্দ করেছে।'

এ্যান্ডি গ্রিনিয়ন ছিলেন ওই প্রকল্পের একজন সিনিয়র প্রকৌশলী, এর আগে আইপড তৈরিতেও তার ভুমিকা ছিল। আইপড ছিল একটা মিউজিক প্লেয়ার। অবশ্য এর আগে থেকেই এ্যাপল কোম্পানি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডিজাইনের ম্যাকিন্টশ কম্পিউটার তৈরি করে।

'আমাদের এক বন্ধু ছিল টনি ফেডাল। সে একটা ভিডিও জগ হুইল নিয়ে এলো - যা হচ্ছে ভিডিও এডিটিংএর জন্য ব্যবহৃত একটা গোলাকার ইউএসবি যন্ত্রাংশ। সে বললো, দেখ তো, তোমরা যা করছো - সেই কাজে এটাকে লাগানো যায় কিনা? আমরা তাই করলাম। এবার সে বললো, এখন আমি একটা এ্যাপের নমুনা চাই - যা দিয়ে এমপিথ্রি ফাইল বাজানো যাবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, বানিয়ে দিচ্ছি। আমরা আদৌ জানতাম না যে আমরা আসলে কি বানাচ্ছি। কিন্তু এর পরই যেটা দেখলাম - তাহলো স্টিভ জবস একটা অনুষ্ঠান করলো এবং স্টেজে উঠে লোকের সামনে তুলে ধরলো এই আইপড।'

কিন্তু সেলফোনের বাজারে এ্যাপলের ঢোকার চিন্তাটা কোথা থেকে এসেছিল?

'এটা আসলে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। তবে একটা নতুন ফোন তৈরির আইডিয়াটা এসেছিল মোটরোলা এবং আইটিউনের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক ছিল - তার মাধ্যমে। মোটরোলা রকার নামে একটা ফোন তৈরি করলো। সেই ফোনে আইটিউন থেকে মিউজিক বাজিয়ে দেখানো হলো। তবে স্টিভকে সবার বোঝাতে হয়েছিল যে এটা একটা ভালো আইডিয়া। তখন আমাদের নানা রকম আইডিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে, একটা চিন্তা ছিল যে আমরা ফোন বানাতে চাই না, আমরা বরং একটা ওয়াইফাই বানাবো , এবং একটা ফোন সেই ওয়াইফাইতে যুক্ত হলেই শুধু তা দিয়ে কল করা যাবে। শেষ পর্যন্ত স্টিভ রাজী হলো, এবং বললো, চলো তাহলে আমরা ফোনই বানাবো।'

এ্যাপলের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের সৃষ্টিশীল ডিজাইন। কিন্তু প্রথম দিকে তারা পরীক্ষামূলক যে আইফোন বানিয়েছিল - তা কিন্তু প্রথম বাজারে-আসা আইফোনের চাইতে অনেক আলাদা ধরণের ছিল।

আইফোনের পরবর্তী সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টিভ জবস

'প্রথমে আমরা এমন একটা ফোন বানিয়েছিলাম যা তখনকার দিনে আপনি আমাদের কাছ থেকে আশা করতেন। সেই আইফোন ছিল মূলত একটা আইপড - যা দিয়ে ফোন করা যায়। তাতে আপডের মতোই গোল ইন্টারফেস ছিল, সবকিছুই ছিল একই রকম। এবং সেটা ব্যবহার করা ছিল খুবই কষ্টকর।'

আইফোনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য স্টিভ জবস এবং এ্যাপলের কর্তারা তাদের সেরা লোকদের দিয়ে একটা দল গঠন করলেন। এ্যান্ডি বলছিলেন, তাদের মিটিংগুলোর পরিবেশ খুব আনন্দদায়ক ছিল না।

'যারা সেখানে কথা বলতো কারণ তারা ছিল নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেরা। এবং এরকম লোকদের যখন আপনি ছোট্ট একটা ঘরে একসাথে বসাবেন - তখন তাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত হতে বাধ্য। কারো সাথে কারো মত মিলতো না, পুরো ব্যাপরটাই ভেস্তে যাবার অবস্থা। যেমন একটা বৈঠকের কথা বলি। আমি অন্যা আরো ক'জনের সাথে একটা ঘরে বসা। তার মধ্যে একজন উঠে আমার পাশের লোকটির কাছে এলেন। তাচ্ছিল্যসূচক কিছু মন্তব্য করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতি তৈরি হলো। দুজনেই দুজনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলেন - ঝগড়ার বিষয় ছিল: কে তার সন্তানদের সাথে বেশি সময় কাটিয়েছে। '

কিন্তু এরা কি জানতেন যে তারা যা নির্মাণ করছেন তার কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে?

'স্টিভ জানতো যে এই প্রকল্পই হবে এ্যাপলের ভবিষ্যত। কিন্তু এর প্রভাব কি হবে তা সে-ও জানতো না। আমার মনে হয় না যে তার সামনে আমরা কি করবো তার একটা নির্ভুল রোডম্যাপ ছিল। তবে সে জানতো যে স্মার্টফোনের একটা বিরাট বাজার আছে, এবং এর মাধ্যমে অনেক অনেক বেশি লোকের হাতে আমাদের পণ্য পৌঁছে যাবে।'

'আমি এটা বুঝতে পারলাম যখন আমার হাতে প্রথম প্রোটোটাইপ বা পরীক্ষামূলক মডেলটা এলো। সেটা রেখেছিলাম আমার গাড়িতে। তখনকার দিনে জিপিএস অত বড় ব্যাপার ছিল না। রাস্তা চেনার জন্য টমটম ব্যবহার করতাম। আমি অচেনা কোথাও যেতে হলে যেটা করতাম - ম্যাপ কোয়েস্ট বা ওই রকম কোন একটা ওয়েবসাইটে যেতাম। পথের নির্দেশনাটা সেখান থেকে প্রিন্ট করে নিতাম। সেটা দেখে দেখে গাড়ি চালাতাম। এখনকার দিনে মনে হবে প্রায় গুহামানবের মতো প্রযুক্তি। তো সেদিন আমি কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। সাথে ম্যাপটাপ কিছুই নিই নি। এক সময় পথ হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি তো আমার এই নতুন ফোনটা থেকেই গুগলে যেতে পারি, পথ খুঁজে বের করতে পারি। আমি তাই করলাম। এবং তখনই আমার মনে হলো - না এই ফোনই সবার সেরা, এর ওপরে আর কিছু হয় না। আমার জীবন বদলে গেল।'

আইফোন এখন তৈরি। এখন এটাকে লোকের সামনে তুলে ধরারর সময়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই আইফোনের সফটওয়্যারে একটা ভাইরাস ধরা পড়লো - এবং সব পরিকল্পনা বানচাল হবার উপক্রম হলো।

'তখন চীন থেকে একেবারে নতুন ফোনগুলো তৈরি হয়ে এসেছে। এতে সফটওয়ারটা ভরে দেয়া হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ফোনগুলোই দেখানো হবে। ফোনগুলোতে সফটওয়ার ভরা শুরু হলো। ঠিক তখনই একটা ভাইরাস ধরা পড়লো যা নতুন ফোন হাতে পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা ধরতে পারি নি।'

'ইচ্ছে কি, ফোনটা চালু করলেই একটা সিকিউরিটী ফিচার চালু হয়ে যাচ্ছে, এবং ফোনটা ভাবছে যে তাকে হ্যাক করা হয়েছে, এবং তার চিপের ভেতরে একটা ফিউজ পুড়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদের সেরা ফোনগুলো একে একে কার্যত ইঁটের টুকরোয় পরিণত হলো, এগুলো দিয়ে কোন কিছুই আর করা সম্ভব ছিল না। আমাদের অবশ্য একটা আরো ভালো ফোন ছিল - শেষ পর্যন্ত স্টিভ সেটাই অনুষ্ঠানে দর্শকদের দেখালো।'

'আমার হাতে যে ফোনটা রয়েছে তার সাথে একটা ভিডিও প্রজেক্টর সংযুক্ত করে দেয়া আছে - যাতে আপনারা ফোনটা কি করছে তা দেখতে পারেন। এটা আনলককরতে হলে আপনাকে শুধু এই ভাবে আঙুল দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে একটা টান দিতে হবে।'

জানুয়ারির প্রথম দিক নাগাদ প্রথম আইফোনের সব ভাইরাসজনিত সমস্যার সমাধান করা হলো, এবং উৎসাহী এ্যাপল ভক্তদের সামনে তা তুলে ধরলেন স্টিভ জবস সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এ্যান্ডি এবং অন্য সবাই যারা এই প্রকল্পে কাজ করেছেন তারা তাদের সাফল্য উদযাপন করলেন।

'আমরা মঞ্চের কাছেই বসেছিলাম। সবারই কিছু না কিছু দায়িত্ব ছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম বড় একটা স্কচ হুইস্কির বোতল নিয়ে আসবো, এবং সেই ডেমনস্ট্রেশনের প্রতিটি অংশে দেখানোর পরই এক ঢোক করে হুইস্কি খাবো। তাই করলাম। বলতেই হবে, অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে আমাদের বেশ নেশা হয়ে গিয়েছিল।' ২০০৭ সালের জুন মাসে উত্তর আমেরিকায় দোকান থেকে আইফোন বিক্রী শুরু হলো। এর আগে ছয় মাস ধরে চলেছিল প্রচারাভিযান।

বিক্রি শুরু হতেই সাফল্য পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ।

আইফোনের দোকানের সামনে লোকে আগের রাত থেকে লাইন দিলো। দিনের বেলা দোকানের সামনের দৃশ্যটা হয়ে উঠলো অনেকটা সিনেমা হলের মতো। শুরু হলো স্মার্টফানের যুগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে উঠলো এই ফোন।

এ্যান্ডি অবশ্য বলছেন, প্রযুক্তির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা সব সময়ই ভালো কিছু নয়। স্মার্টফোন আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ যুগের মানুষের সম্পর্ককেই বদলে দিয়েছে

'আমার মনে হয় আমরা কিছু একটা হারিয়েছি। মানুষের মধ্যেকার যে প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ - তার কিছু দিক আমরা হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু আমরা যা পাচ্ছি তা হলো নতুন ধরণের যোগাযোগ - যা আগে ছিল না আমি দেখেছি একই পরিবারের সদস্যরা এক টেবিলের চার পাশে বসে আছে - কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। আমি দেখেছি প্রেমিক-প্রেমিকা হয়তো একসাথে বসে আছে - কিন্তু দুজনেই যার যার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো অন্য কারো সাথে তাদের যোগাযোগ হচ্ছে - কিন্তু তার পাশের জনের সাথে নয়। ব্যাপারটা হয়তো হাস্যকর -কিন্তু এটাই হয়তো এ প্রজন্মের কাছে স্বাভাবিক। হয়তো তারা তাদের অভিজ্ঞতাই অন্যদের সাথে শেয়ার করছে, এবং সেটাও আবার শুধু কথা দিয়ে নয়, ইমোজি এবং আরো নানা কিছু দিয়ে।'

এ্যান্ডি গ্রিনিয়ন এখন এ্যাপল ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এখন কাজ করছেন জেপি মরগ্যান চেজ ব্যাংকের ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি ফেলো হিসেবে। কিন্তু .আইফোন প্রকল্পে কাজ করার কথা তিনিকোন দিনই ভুলবেন না। তার কথা , প্রযুক্তি যে কত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়, সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি সচেতন।

'আইফোন যে প্রভাব ফেলেছে তা এমনকি এ্যান্ড্রয়েড ফোনের ওপরও পড়েছে। এখন যে সব স্মার্টফোন এসেছে বাজারে - তা রীতিমত একটা সুপারকম্পিউটার পকেটে নিয়ে ঘোরার মতো ব্যাপার। আমার মনে হয় এর পরের যুগের প্রযুক্তি হয়তো ব্যবহার করবে আমাদের চোখ ও কানকে। আপনি যদি আগামী পাঁচ বা দশবছরের কথা বলেন, তাহলে এমন হতে পারে যে আমরা আজকে যাকে স্মার্টফোন বলি - তার হয়তো অস্তিত্বই থাকবে না।'

ইতিহাসের সাক্ষীর এই পর্বটি পরিবেশন করেছেন পুলক গুপ্ত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৯-১১ জানুয়ারি স্বদেশী মেলা অনুষ্ঠিত হবে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। আজ তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

বিহার সরকারের ‘সাত নিসয়-৩’ উদ্যোগ নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের আহ্বান

পাটনা, ২৯ ডিসেম্বর : বিহার সরকার নাগরিকদের সরাসরি নীতি তৈরি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে 'সাত নিসয়-৩' উদ্যোগের অধীনে। এই উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করা, সম্মান বৃদ্ধি করা এবং সবার জন্য নিরাপদ ও সহজলভ্য সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করা। সরকার আশা করছে, নাগরিকদের প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলির দিকে মনোযোগ দিয়ে কার্যকর সমাধান বের করা হবে।

'সাত নিসয়-৩' প্রকল্পের আওতায়, বিশেষ করে 'নিসয়-৭' বা 'সম্মান এবং সহজ জীবনযাত্রা' শীর্ষক বিষয়ে নাগরিকদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে, যেখানে তারা কেবল সুবিধাভোগী নয়, বরং নীতি তৈরির প্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে কাজ করবেন।

এই উদ্যোগের মধ্যে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে: প্রবীণ নাগরিকদের এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সার্টিফিকেট হোম ডেলিভারি, হোম নার্সিং এবং প্রবীণদের যত্নের সহায়তা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ এবং সহজলভ্য পথচারী পথের ব্যবস্থা, হাসপাতালগুলোতে মানবিক, দ্রুত এবং সহানুভূতিশীল চিকিৎসাসেবা।

সরকারি কর্মকর্তারা এটিকে একটি 'ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক পরীক্ষামূলক প্রকল্প' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা নাগরিকদের একত্রিত করার পাশাপাশি তাদের জন্য উন্নত মানের জীবন নিশ্চিত করতে কাজ করবে। এই উদ্যোগটি বিহারকে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে, যেখানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

নাগরিকরা ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ এর মধ্যে অনলাইনে কিউআর কোডের মাধ্যমে বা পোস্টের মাধ্যমে তাদের মতামত পাঠাতে পারবেন। মতামত পাঠানোর ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, ৪ দেশরত্ন মার্গ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়, পাটনা — ৮০০০০১। সমস্ত প্রস্তাবনা পর্যালোচনার পর, একটি পর্যায়ক্রমিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে, যা বাস্তবসম্মত সমাধানগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। সরকারের মতে, এই উদ্যোগটি এমন এক শাসন মডেল প্রতিস্থাপন করবে যেখানে জনগণের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে।

ডিসেম্বর মাসে, নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন বিহার মন্ত্রিসভা 'সাত নিসয়-৩' অনুমোদন দিয়েছে, যা ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের জন্য কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এক্স মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন, যেখানে রাজ্যের আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরকারের রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে।

অমিত শাহ আহমেদাবাদে ‘নমোৎসব’ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির যাত্রা তুলে ধরলেন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার আহমেদাবাদ, গুজরাতে 'নমোৎসব' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনযাত্রা এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির জীবন দেশব্যাপী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, 'নমোৎসব' অনুষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রীর জীবন, কর্তব্য এবং নীতির প্রতি এক শিল্পসম্মত উপস্থাপনা, যা ১৪০ কোটিরও বেশি ভারতীয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে। তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির আজীবন নিবেদন, শাসনব্যবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষমতার মাধ্যমে।

অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির যাত্রাদারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে ২৯টি দেশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পাওয়াএটি শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং গোটা দেশের গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, 'নমোৎসব' অনুষ্ঠানটি শিশু, যুবক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

শাহ প্রধানমন্ত্রী মোদির কল্যাণমূলক উদ্যোগগুলির কথা উল্লেখ করে বলেন, গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদির নীতির মাধ্যমে ২৭ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে উঠে এসেছে। এছাড়া প্রায় ৬০ কোটি মানুষ ন্যূনতম সুবিধাযেমন আবাসন, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, টয়লেট, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষাপেয়েছে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি, যদিও তিনি এক সময় দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার নিজস্ব বাড়ি ছিল না, তবুও গত ১১ বছরে প্রায় ৪ কোটি মানুষের জন্য ঘর নির্মাণ নিশ্চিত করেছেন।

গুজরাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির শাসনকালের কথা স্মরণ করে অমিত শাহ বলেন, মোদির শাসন গুজরাতে একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থার রূপে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে ছিল জ্যোতিগ্রাম যোজনার মতো উদ্যোগ, যা গুজরাতের গ্রামাঞ্চলে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল।অমিত শাহ আরও বলেন, অক্টোবর ৭, ২০০১ থেকে ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মোদি গণসেবায় ২৪ বছর পূর্ণ করেছেন, একদিনও বিশ্রাম না নিয়ে জনগণের সেবা করতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

শেষে, অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির জীবন এবং কাজ সততা, নিবেদন এবং দারিদ্র্যের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

‘বঙ্গের প্রয়োজন ভারতকে “বিশ্বগুরু” হওয়া’: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত

হায়দ্রাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর : আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) প্রধান মোহন ভাগবত রবিবার আহ্বান জানিয়েছেন, হিন্দু সমাজ এবং ভারতকে বিশ্বের কল্যাণের জন্য "বিশ্বগুরু" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হিন্দুদের কাজ করতে হবে।

তিনি বিশ্ব সংঘ শিবির এর সমাপনী অনুষ্ঠানে, যেখানে আন্তর্জাতিক হিন্দু সংগঠনগুলির সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বলেন, "হিন্দুদের এবং স্বয়ংসেবকদের উদাহরণ স্বরূপ জীবনযাপন করতে হবে এবং তাদের দেখাতে হবে কিভাবে মানব বুদ্ধি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য পরিচালিত হতে পারে।"

ভাগবত বলেন, "প্রযুক্তি এগিয়ে যাবে, সোশ্যাল মিডিয়া বাড়বে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আসবে। সবকিছু আসবে। কিন্তু, প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থাকবে না। প্রযুক্তি মানুষদের অধিকারী হবে না, মানুষই প্রযুক্তির অধিকারী থাকবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "মানব বুদ্ধি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে এগিয়ে যাবে। উল্টো নয়। এটি কীভাবে হবে? আমাদের উদাহরণ স্বরূপ জীবনযাপন করতে হবে। এটি ভারতীয় সমাজের জন্য একটি উদাহরণ।"

ভাগবত জানান, 'বিশ্বের অন্যরা তাদের লোকদের সর্বোচ্চ মঙ্গল নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি।' তবে হিন্দুদের উচিত এমন জীবনযাপন করা যাতে অন্যরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পায়, এমনটাই তার আহ্বান ছিল। তিনি বলেন, "এটি আমাদের সমাজের এবং দেশের ধর্ম। এখন সময় এসেছে আমাদের দায়িত্ব পালন করার এবং এই জন্য আমাদের সমাজ এবং দেশ প্রস্তুত হওয়া দরকার।"

তিনি আরও বলেন, 'হিন্দুরা কোনও দেশের অধিকারী হয়ে বা ধর্ম পরিবর্তন না করেই, হাজার হাজার বছর ধরে ম্যাক্সিকো থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত অন্যান্যদের সভ্যতা, গণিত এবং আয়ুর্বেদ প্রদান করেছে।'

ভাগবত বলেন, 'বিশ্ব জানে যে ধর্মের ভারসাম্য হারানোর ফলে যে চরমপন্থার উত্থান এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়েছে, তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

তিনি ভারতকে "বিশ্বগুরু" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, 'বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমাদের আবার "বিশ্বগুরু" হতে হবে। এটি আমাদের সমাজের কেবল একটা আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং বিশ্বের প্রয়োজন। কিন্তু, এটি সহজভাবে হবে না। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। এই কঠোর পরিশ্রম অনেক ক্ষেত্রেই চলছে। সংঘ একটি প্রবাহের মতো কাজ করছে।'

বিশ্ব সংঘ শিবির, যা আন্তর্জাতিক হিন্দু সংগঠনগুলির সম্মিলন, ২৫ ডিসেম্বর কানহা শান্তি বনাম শুরু হয়েছিল। এই শিবিরে হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ, হিন্দু সেবা সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরা এবং তাদের পরিবাররা অংশ নেন। এই তিন দিনের ইভেন্টে প্রায় ২,০০০ ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। এটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের জন্য একটি ফোরাম, যেখানে তারা তাদের মতামত বিনিময় করতে পারেন। বিশ্ব সংঘ শিবির প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের শিবিরগুলি বেঙ্গালুরু, ভারোদরা, মুম্বাই, গান্ধীনগর, পুনে এবং ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভিএসএস ২০২৫ এর প্রধান থিম ছিল 'ধর্মে সর্বম প্রাতিষ্ঠিতম' (ধর্মই সবকিছুর ভিত্তি)।

এটি শ্রী বিশ্ব নিকেতন, একটি নিবন্ধিত ট্রাস্ট দ্বারা আয়োজিত হয়, যা বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রচারের কাজ করে, বিশেষ করে এনআরআই এবং পিআইওদের মধ্যে।

ঘন কুয়াশায় দিল্লি-এনসিআর বিমান এবং রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার সকালে ঘন কুয়াশা দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বিস্তৃত হওয়ায় বিমান এবং রেল যোগাযোগে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়, যেখানে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ১২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, আটটি ফ্লাইট পরিবর্তিত গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে, এবং ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট দেরিতে চলেছে।

দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও আগের দিনের ঘন কুয়াশার প্রভাব এখনও অব্যাহত রয়েছে। সকালে ১০টা ৩০ মিনিটে আইজিআই বিমানবন্দরের দৃশ্যমানতা ছিল মাত্র ৫০ মিটার। সে কারণে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সিএটি জ্জজ্জজ্জ পদ্ধতিতে বিমান চলাচল পরিচালনা করছে, যা অত্যন্ত কম দৃশ্যমানতাতেও নিরাপদভাবে বিমান অবতরণ করতে সহায়ক।

ইন্ডিগো বিমান সংস্থা জানিয়েছে, তারা সারাদেশে ৮০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলিও যেমন এয়ার ইন্ডিয়া এবং স্পাইসজেট যাত্রীদের তাদের ফ্লাইটের স্থিতি যাচাই করার জন্য অনুরোধ করেছে।

এদিকে, দিল্লির বায়ু গুণমানও সোমবার সকালে আরও খারাপ হয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮টা নাগাদ দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০২-এ পৌঁছেছে, যা "খুবই বিপজ্জনক" স্তরে রয়েছে। বিশেষভাবে, আনন্দ বিহার, ওয়াজিরপুর এবং রোহিনী সহ দিল্লির বিভিন্ন স্থানেই জ্জ্জ স্তর ৪০০-এর উপরে ছিল।ঘন কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে রেল পরিষেবা তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দিল্লি বিভাগের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত দিল্লি-বাউন্ড ১৮টি ট্রেন ৩ ঘণ্টারও বেশি দেরিতে চলেছে।

সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রণালয় যাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছে যে তারা বিমান সংস্থার অফিসিয়াল যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের ফ্লাইট স্ট্যাটাস যাচাই করে তবেই বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। এছাড়াও, বিমান সংস্থাগুলি যাত্রীদের বেশি সময় আগে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছে, যেন চেক-ইন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।

এখনও পর্যন্ত, ১২৮টি ফ্লাইট বাতিল, ৮টি ফ্লাইট পরিবর্তিত গন্তব্যে পাঠানো এবং ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট দেরিতে চলেছে দিল্লি বিমানবন্দরে, যা চলমান কুয়াশার কারণে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করছে।

ছাত্রের হত্যাকাণ্ডে শশী থারুরের তীব্র প্রতিবাদ, মন্তব্যে জাতীয় দৃষ্টিকোণ

দেহরাদুন, ২৯ ডিসেম্বর : ত্রিপুরার ২৪ বছর বয়সী পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্র অঞ্জেল চাকমা (অন্য নাম "অনীল"), যিনি দেহরাদুনে এক দল লোকের হাতে রূপান্তরিত আক্রমণে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন, তিনি গত ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাকে স্ট্যাবিংয়ের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল এবং দুই সপ্তাহের চিকিৎসার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি জাতীয় স্তরে গভীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এই হত্যাকাণ্ডকে একটি "জাতীয় লজ্জা" বলে অভিহিত করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এক তীব্র বার্তায় এটি সামাজিক বৈষম্যের গভীর ভিত্তি ও জাতীয় অজ্ঞতার ইঙ্গিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। থারুর বলেন, "এই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি কেবল একটি শোকের ঘটনা নয়, এটি একটি জাতীয় লজ্জা।" থারুরের মতে, এই হামলার মধ্যে একটি জাতিগত বিদ্বেষ ছিল, যেখানে অঞ্জেল চাকমাকে "চাইনিজ" এবং "মোমো" জাতিগত আক্রমণ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "এটি কেবল একটি নির্জন সহিংসতা নয়, এটি আমাদের সমাজের অজ্ঞতা, বৈষম্য এবং এর বৈচিত্র্যের প্রতি অবজ্ঞার ফলস্বরূপ।"

সুপ্রিম কোর্টে কুলদীপ সেঙ্গরের জামিন স্থগিত: মুক্তি পাবেন না ধর্ষণ দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গরের জামিন স্থগিত করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি হাইকোর্টের সেই আদেশ স্থগিত করেছে, যেখানে সেঙ্গরের জামিন অনুমোদন করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, তিনি কারাগারেই থাকবেন, কারণ তিনি ইতিমধ্যে অন্য একটি অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করছেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস.এ. বডি গঠিত বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে, এই মামলায় 'গুরুতর আইনি প্রশ্ন' উঠেছে এবং এতে নোটিশ জারি করা হয়েছে। বেঞ্চ জানায় যে সেঙ্গরকে জামিন দেয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হচ্ছে, এবং সেঙ্গরকে হাইকোর্টের নির্দেশের পরও মুক্তি দেয়া হবে না, কারণ তিনি অন্য একটি মামলায় শাস্তি পাচ্ছেন।

বিচারপতি জানান যে দিল্লি হাইকোর্ট যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে আইনি জটিলতা রয়েছে, এবং এটি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে সাধারণ পুলিশ কর্মী বা প্যাটওয়ারিরাও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে গণ্য হতে পারেন, তবে একজন এমএলএ বা এমপি বাদ পড়তে পারে এবং তারা ছাড় পেতে পারে।

ধর্ষণকারী সেঙ্গরের পক্ষে আদালতে উপস্থিত আইনজীবী জানান যে, মামলায় নির্য্যাতিতা পক্ষের পক্ষ থেকে আদালতে হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে, তবে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, তারা একটি পৃথক আবেদন করতে পারেন।

এডিসি আইনজীবী সঙ্গীতিকা জানান, সুপ্রিম কোর্ট সাধারণত বিচারকদের বা হাইকোর্টের জামিন আদেশ স্থগিত রাখে না, তবে এই ঘটনায় বিশেষ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে সেঙ্গর ইতিমধ্যে অন্য একটি অপরাধের জন্য দণ্ডিত এবং শাস্তি পাচ্ছেন। সেঙ্গরের বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০৪ (পার্ট-২) ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি কারাগারে রয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট জানান যে নির্য্যাতিতার কাছে সুনির্দিষ্ট আইনি অধিকার রয়েছে, এবং তাকে বিশেষ অনুমতি না নিয়ে আলাদা বিশেষ আপিল আবেদন করতে পারবেন। বিচারকরা এটাও জানিয়েছে যে, নির্য্যাতিতার জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা হবে, এবং তিনি চাইলে নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারেন।

২০১৭ সালে উন্নাওয়ের কুলদীপ সেঙ্গরের বিরুদ্ধে এক মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। প্রথমে পুলিশ এফআইআর দায়ের করতে অস্বীকার করেছিল, এবং নির্য্যাতিতার পরিবারকে হুমকি ও হয়রানি করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে নির্য্যাতিতা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এর পরপরই তদন্ত কেন্দ্রীয় ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) কে হস্তান্তর করা হয়। ২০১৯ সালে, দিল্লি আদালত সেঙ্গরকে ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেয়।

এছাড়া, সেঙ্গর তার শাস্তির পাশাপাশি নির্য্যাতিতার বাবা হত্যাকাণ্ড এবং সাক্ষী প্রভাবিত করার জন্যও দোষী সাব্যস্ত হন। সেঙ্গরের পরিবারের সদস্য এবং সহযোগীরা অন্যান্য মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

বোলেরো চাপা পড়ে এসইউভি চালকের মৃত্যু

রামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের রামপুরে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একটি হোস্ক লোড করা ট্রাক বোলেরো গাড়ির ওপর উল্টে পড়ে, যার ফলে গাড়ির চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। রোববার সন্ধ্যায় রামপুর-নৈনিতাল হাইওয়ের পাহাড়ি গেট মোড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দৃশ্যটি ধরা পড়ে এবং এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার হয়।ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, বোলেরো গাড়িটি হাইওয়ের কাটে একটি মোড় নিতে চেষ্টা করছিল, যখন পিছনে আসা ট্রাকটি সংঘর্ষ এড়াতে হঠাৎ মোড় নেয়। ট্রাকের চাকা সড়কের কেন্দ্রীয় ডিভাইডারে উঠে যাওয়ায় ভারী লোডে থাকা গাড়িটি তার ভারসাম্য হারিয়ে বোলেরোর ওপর পড়ে যায় এবং এটি সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে যায়। বোলেরো গাড়িটি বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-ডিভিশনাল অফিসারের (এসডিও) ছিল। বোলেরো চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান, তবে এসডিও গাড়িতে ছিলেন না, কারণ চালক তাকে একটি সাব-স্টেশন থেকে নামিয়ে ফিরছিলেন।স্থানীয় তিনটি পুলিশ স্টেশন, দমকল বাহিনী এবং অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। একটি ক্রেন দিয়ে ট্রাকটি উত্তোলন করে ফ্ল্যাট হওয়া গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে রামপুর-নৈনিতাল হাইওয়েতে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী ব্যাপক ট্রাফিক জট সৃষ্টি হয়, যখন কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার করতে কাজ করে।প্রসঙ্গত, রামপুরের এসপি নীলেশ কুমার, সদর এসডিএম জনার্দন প্রসাদ আগরওয়াল, সিও আরুন কুমার সিং, স্টেশন ইনচার্জ দীপক কুমার এবং লাহেরি থানা প্রধান বিরেন্দ্র প্রসাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

ময়মনসিংহে রেললাইন উপড়ে ফেলল দুষ্কৃতীরা, লাইনচ্যুত অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস

ময়মনসিংহ, ২৯ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে দুষ্কৃতীরা ময়মনসিংহে রেললাইনের ২০ ফুট অংশ উপড়ে ফেলে। এর ফলে সোমবার ভোর ৫টার দিকে গফরগাঁও রেলস্টেশনের পূর্বে সালটিয়া মাঠখোলা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটের অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়।

এ দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, তবে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। স্থানীয়রা জানায়, রবিবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা রেললাইনের নাট খুলে ফেলেছিল এবং পাতটি উপড়ে ফেলে। এতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে।

গফরগাঁও রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার "প্রথম আলো"কে জানান, 'ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী ট্রেন পৌঁছেছে। ট্রেন উদ্ধার হওয়ার পর রেললাইন মেরামত করা হবে এবং শিগগিরই ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে।'

এদিকে, ময়মনসিংহের ওই এলাকায় বিএনপির নির্বাচনী প্রার্থীদের মধ্যে বিরোধ চলছে এবং শনিবার ও রবিবারের পর সোমবারও প্রার্থীবদলের দাবিতে দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা রাস্তা ও ট্রেন অবরোধ শুরু করেন। তবে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্রেন লাইনের উপড়ে ফেলার ঘটনা রবিবার গভীর রাতে ঘটেছে এবং বিএনপির আন্দোলনকারীরা অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন রবিবার সকাল ৯টার পরে।ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা কীভাবে ঘটল এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

বাজাজ কোম্পানির অবৈধভাবে অটো বিক্রির প্রতিবাদে ভারতীয় মজদুর সংঘের গণধর্না। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব-আট

‘শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর’

বিহান গুহ

পারিজাত দত্তের রচিত ‘শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর’ মূলত স্মৃতি, অনুচ্চারিত প্রেম, অপরাধবোধ ও জীবনের অপূর্ণতার এক সংবেদনশীল আখ্যান। গল্পটি বাহ্যিকভাবে খুবই সাধারণ। এক অলস ছুটির দিনে এক মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী নারীর জীবনে এক অপরিচিত মানুষের হঠাৎ আগমন। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাকেই কেন্দ্র করে লেখক নির্মাণ করেছেন স্মৃতি ও অবদমিত অনুভূতির এক গভীর অন্তর্জগৎ। যেখানে অতীত ও বর্তমান একে অপরের সঙ্গে মিশে যায় নিঃশব্দে। মধুজা চরিত্রটি এই গল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি। সে একদিকে সংসার, অফিস, সামাজিক সতর্কতার দায়ে

আবদ্ধ আধুনিক নারী। অন্যদিকে তাঁর ভেতরে জমে আছে কৈশোরের অনুচ্চারিত অভিজ্ঞতা, পুরুষদৃষ্টির চাপ, অপমান, সহানুভূতি ও অপরাধবোধ। লেখক মধুজার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি যেমন অফিসের রাজনীতি, ছুটির দিনের সংসার, বারান্দার ফুল, বিকেলের আলো, এসব দিয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই বাস্তবতার ভেতর দিয়েই হঠাৎ ঢুকে পড়ে স্নিগ্ধজিৎ, যেন অতীতের এক ছায়ামূর্তি।

স্নিগ্ধজিৎ চরিত্রটি রহস্যময় এবং প্রতীকী। সে কি সত্যিই রণিতাদির খোঁজে এসেছে, না কি বহু বছর আগে লাঞ্ছিত সেই নিঃশব্দ প্রেমিক? তাঁর কণ্ঠের ভীরুতা, চোখের দৃষ্টি, কড়ে আঙুলের ছোট নখ। সমস্ত কিছু মিলিয়ে তিনি এক অদ্ভুত বিষাদের প্রতিমূর্তি। লেখক এখানে স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে প্রশ্নই রেখে দেন। আর সেই অনিশ্চয়তাই গল্পের গভীরতা বাড়িয়ে তোলে। পাঠকও মধুজার মতোই দ্বিধায় পড়ে যায়। এ কি কাকতালীয়, না কি দীর্ঘদিনের জমে থাকা অনুভূতির পরিকল্পিত প্রত্যাবর্তন?

গল্পটির সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো স্মৃতিচারণার পর্ব। কলেজ জীবনের সেই নীরব অনুসরণ, চিঠি দেওয়ার মুহূর্ত, মলয়ের হিংস্র প্রতিক্রিয়া, এই অংশে সমাজে পুরুষ-নারীর সম্পর্ক, ‘ভালোবাসা’র নামে সহিংসতা এবং নারীর অসহায়তার তীব্র চিত্র উঠে আসে। এখানে মধুজা যেমন ভুক্তভোগী, তেমনই স্নিগ্ধজিৎও এক ধরনের নিঃশব্দ শিকার। এই দ্বৈত বেদনার বোধ গল্পটিকে নিছক প্রেমকাহিনির গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবিক ট্র্যাজেডির স্তরে নিয়ে গেছে।

ভাষা ও বর্ণনায় গল্পটি অত্যন্ত সংযত ও কাব্যিক। কোথাও অতিরিক্ত আবেগ নেই, অথচ প্রতিটি বাক্যে এক ধরনের চাপা বিষাদ কাজ করে। ‘শব্দহীন জ্যোৎস্না’ নামটিই গল্পের মর্মার্থ বহন করে। আলো আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু শব্দ নেই, বলা হয়নি এমন কথার ভারে মন আলোকিত হয়েও ভারাক্রান্ত। সমস্ত কিছু মিলিয়ে, ‘শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর’ হল পরিণত, সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল গল্প। এটি প্রেমের গল্প নয় শুধু, এটি না-পাওয়া, না-বলা, না-জানার গল্প। পাঠ শেষে মনে হয়, জীবনে কিছু মানুষ আসে, স্পর্শ না করেও গভীর ছাপ রেখে যায়। আর সেই ছাপই একদিন শব্দহীন জ্যোৎস্নার মতো হৃদয়ের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর
লেখক : পারিজাত দত্ত
প্রকাশক : নীহারিকা প্রকাশনী
মূল্য : ৩০০ টাকা।

বৃষ্টি পড়লে মনটা কেমন চপ-চপ করে

চপ। বৃষ্টি দিনের আদর্শ সান্ধ্য খাবার। বাড়িতে বানিয়ে নেওয়ার সহজ প্রণালী। পুজোয় ভাসালে মন খারাপ না করে, বাড়িতেই বানিয়ে নিন। নিরামিষ চপ তৈরির যাবতীয় সন্ধান দিচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন।

মোচার চপ- (৪ পিস বানানোর জন্য) উপকরণ- খোলা মোচা ২০০ গ্রাম অথবা ছোট সাইজের একটা মোচা চন্দ্রমুখী আলু ১টা মাঝারি সাইজের আদা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ লঙ্কা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো চায়ের চামচের হাফ চামচ নুন পরিমাণ মতো বিস্কুটের গুঁড়ো ৪-টে টোস্ট বিস্কুট গুড়ো সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ

রন্ধন প্রণালী- প্রথমে খোলা মোচা বড় বড় করে কেটে, পরিষ্কার জলে ধুয়ে, সামান্য নুন দিয়ে, গরম জলে হালকা সেদ্ধ করে জল ঝেড়ে শুকনো পাত্রে রাখুন। এ বার আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ মোচার মধ্যে মেশান। ওর ভেতর একে একে আদা কুঁচি, লঙ্কা কুঁচি, ভাজা জিরে গুঁড়ো, নুন দিয়ে সব খুব ভাল করে মাখুন। এবং সেটাকে সমান চার ভাগে ভাগ করুন। এ বার হাতের পাতায় শুকনো বেসন লাগিয়ে মোচা-আলুর প্রত্যেকটা বল-কে দু’হাতে চাপ দিয়ে লম্বা-চ্যাপ্টা আকারে এনে সেগুলোর দু’পিঠ বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে ফেলে ভালো করে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগান। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। গরম তেলে এবার ওই বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো মোচার চপ ভাজুন মুচমুচে করে। আলুর চপ (৪ পিস বানানোর জন্য)

উপকরণ চন্দ্রমুখী আলু ১টা বড়
রসুন ৪ কোয়া শুকনো লঙ্কা ১টা
আদা ১ টুকরো বেসন চায়ের চামচের ৮ চামচ চালের গুঁড়ো চায়ের চামচের ২ চামচ খাবার সোডা আঙুলের এক চিমটে নুন পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ লঙ্কা গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ জল চায়ের কাপের অর্ধেক কাপ সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ রন্ধন প্রণালী একটা বড় সাইজের গোটা আলু গরম জলে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার একটা প্যানে সামান্যতম সরষের তেলের ওপর চার কোয়া রসুন, একটা শুকনো লঙ্কা, এক টুকরো আদা ফেলে একটুক্ষণ সেগুলি নাড়িয়ে নিয়ে সেদ্ধ আলুর সঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। আলু মাখাটা চার ভাগ করুন। একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার অন্য একটা পাত্রে ব্যাটার বানান। বেসন, চালের গুঁড়ো, খাবার সোডা, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জল সব দিয়ে খুব ভাল করে ফেটান, যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাটারটা ঘন হয়।

টক দইয়ের বিভিন্ন উপকারিতা

শেষপাতে টক দই খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা অনেকেরই ফ্রিজে সারা বছরই টক দই থাকে। দইয়ের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই আছে। টক দইয়ের গুণের শেষ নেই। রান্নায় স্বাদ আনা থেকে শরীর ঠান্ডা রাখা সবেতেই টক দই জনপ্রিয়। অনেক সময় খাওয়ার পরেও অনেকটা টক দই বেঁচে যায়। বাসি হয়ে গেলে টক দইয়ের কোনও গুণ থাকে না। ফলে বেঁচে যাওয়া টক দই দিয়ে কী করবেন, অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। ফেলে না দিয়ে বরং বাড়তি টক দই ব্যবহার করতে পারেন অন্য ভাবে।

স্মুদি

বর্ষাকালেও গ্রীষ্মের অস্বস্তি বজায় আছে। শরীর ঠান্ডা করতে দই দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু স্মুদি। বাড়িতে ফল থাকলে টুকরো করে কেটে নিন। দই আর ফল একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি স্মুদি। উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে দিলে খেতে মন্দ লাগবে না। মন-প্রাণও জুড়িয়ে যাবে।

ম্যারিনেশন- মাংসের স্বাদ কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপর। মাছ হোক কিংবা মাংস, টক দই হল ম্যারিনেশনের অপরিহার্য উপাদান। ফ্রিজে মাংস থাকলে বেঁচে যাওয়া টক দিয়ে ম্যারিনেশন করে রাখতে পারেন। স্যালাড- স্বাস্থ্যকর স্যালাড সুস্বাদু করে তুলতে দই ব্যবহার করতে পারেন। লেবুর রস, রসুন কুচি, নানা ধরনের মশলা এবং দই দিয়ে স্যালাড বানালে সুন্দর খেতে হবে। স্যালাড খাইয়েই অতিথির মন জয় করে নিতে পারেন।

ফেস মাস্ক- টক দই শুধু শরীরের যত্ন নেয় না। রূপচর্চাতে কাজে লাগাতে পারেন টক দই। বেঁচে যাওয়া টক দিয়ে বানাতে পারেন ঘরোয়া ফেস মাস্ক। টক দইয়ের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ, বেসন আর অ্যালো ভেরা মিশিয়ে প্যাক বানান। পুজোর আগে সপ্তাহে তিন দিন মাখলেই ট্যান চলে যাবে।

মুরগির মাংসের ‘ঘি রোস্ট’

ছুটির দিনে বাড়িতে মটন আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে, ভাল-মন্দে, রোগীর পথ্যে মুরগি খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছু খাচ্ছেন বলে মনেই হয় না। এমন অবস্থায় মুরগির সেই ঝোল, কষা না রেঁধে স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলতেই পারেন দক্ষিণী পদ চিকেন ঘি রোস্ট। সপ্তাহান্তে বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদেরও রেঁধে খাওয়াতে পারেন। কেমন ভাবে বানাতে হয় চিকেনের এই পদ? রইল রেসিপি।

উপকরণ:
মুরগির মাংস: ১ কেজি
জল ঝরানো দই: আধ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩০০ গ্রাম
লেবুর রস: এক টেবিল চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
কারিপাতা: আট থেকে ১০টি
ঘি: ৫ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৬ থেকে ৮টি
গোটা গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
লবঙ্গ: ৪টি
মৌরি: ১ চা চামচ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: আধ চা চামচ
রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেঁতুলের ক্বাথ: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) মুরগির মাংসে দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লেবুর রস আর নুন দিয়ে মাখিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ফ্রিজে রাখুন।

২) কড়াইতে শুকনো লঙ্কা, মৌরি, জিরে, ধনে, লবঙ্গ ও গোটা গোলমরিচ একদম অল্প আঁচে মিনিট দুয়েক ভেজে নামিয়ে ঠান্ডা করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন।

৩) এ বার কড়াইতে ঘি গরম করে কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভেজে নিন।

৪) এ বার রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। মাংস দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন।

৫) মুরগির মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি এবং ভাজা মশলা ছড়িয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।

৬) ঝোল একদম শুকিয়ে এলে এবং রান্না থেকে ঘি আলাদা করে ছেড়ে এলেই তৈরি চিকেন ঘি রোস্ট।

৭) পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন মুরগির এই সুস্বাদু পদ।

যোগাসন: রোজ করলে গ্যাস-অম্বল হবে না

খাদ্যরসিক বাঙালির গ্যাস-অম্বল যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠছে। তার অন্যতম কারণ অত্যধিক পরিমাণে বাইরের খাবার খাওয়া। এ ছাড়া, জল না খাওয়া, সঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া না করার কারণে গ্যাসের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়েন অনেকেই। দিনের পর দিন এই ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে বদহজম, গ্যাস-অম্বল পিছু ছাড়ে না। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাড়িয়ে দেয় ঠিকই। সামনেই উতব। আর উতব মানেই ভূরিভোজ, বাইরের মুখরোচক খাবারের স্বাদ নেওয়া। পুজোর আগেই পেট গ্যাস-অম্বলের সমস্যা জাঁকিয়ে বসলে, আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। তাই খাওয়াদাওয়ায় বদল আনার পাশাপাশি নিয়ম করে কয়েকটি যোগাসনও করতে হবে। সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু গ্যাস-অম্বল থেকে বাঁচতে কোন যোগাসনগুলি নিয়ম করে করবেন?

নৌকাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এর পর শ্বাস নিতে নিতে নিতম্ব ও কোমরে ভর দিয়ে দেহের উপরের অংশ ও পা একসঙ্গেই উপরের দিকে তুলুন। আপনার বাহু ও পায়ের পাতা একই দিকে থাকবে। নৌকা বা ইংরেজির এল আকৃতির মতো অবস্থায় থাকুন ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই আসনটি করবেন।

পশ্চিমোত্তানাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু’হাত মাথার দু’পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু’টি একসঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু’হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু’পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। গ্যাসের সমস্যা নিশ্চিত ভাবে কমবে।

বালাসন

সবচেয়ে আরামদায়ক একটি যোগাসন। এই আসনটি করতে প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। হাত দু’টি প্রণাম করার ভঙ্গিতে একসঙ্গে জড়ো করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসুন। এ বার ধীরে ধীরে শ্বাস নিন, আর ছাড়ুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে বসার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। প্রতি দিন এটা করলে গ্যাসের সমস্যা কমবে।

ত্বকের বেহাল দশা

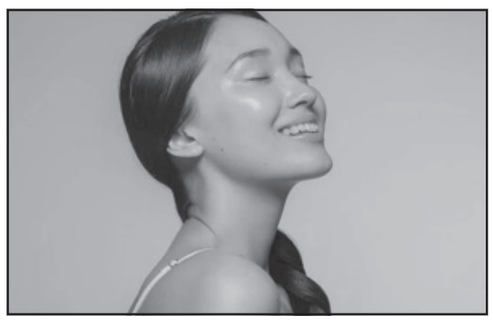

ছোটবেলায় মাথার ত্বকের সংক্রমণ রুখতে ঈষদুষ্ণ তেলের মধ্যে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মাথায় মাখতেন। তাতে খুশকির সমস্যা দূর হয়েছিল। চুলের জেল্লাও বেড়েছিল। কিন্তু ত্বকে ব্রণের দাগ বা ক্ষত দূর করতে সেই একই নিদান কী ভাবে কাজ করবে? চিকিতকেরা বলছেন, ভিটামিন ই-র অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টই ত্বকের ব্রণের দাগ, মেচেতার দাগ দূর করতে, ক্ষত সারাতে কাজ করে। তবে জানতে হবে সঠিক ব্যবহার। ১) ব্রণের দাগ মেটাতে- অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে ভিটামিন ই জেল মিশিয়ে নিন। পুজোর আগে যে ক'টা দিন সময় আছে, রাতে শোয়ার আগে এই মিশ্রণ মুখে মেখে রাখুন। ধীরে ধীরে দাগ হালকা হতে শুরু করবে। যদি ক্ষত গভীর হয় সে ক্ষেত্রে ক্যাপসুল ভেঙে দাগের উপর সরাসরি মেখে রাখতে পারেন। কিন্তু পুরো ত্বকে মাখা যাবে না।- ২) চোখের তলার কালি দূর করতে রাত জেগে চোখের তলায় কালি পড়েছে। বাজারে একাধিক সংস্থার আন্ডারআই ক্রিম রয়েছে। তবে তার থেকেও দ্রুত কাজ করে ভিটামিন ই ক্যাপসুল। রাতে শোয়ার আগে অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে এই ক্যাপসুল মিশিয়ে চোখের তলায় মেখে রাখুন। দাগ দূর হবে সহজেই। ৩) বলিরেখা প্রতিরোধে- অকাল বার্ধক্য ঠেকাতে ভিটামিন ই ক্যাপসুল বেশ কার্যকরী। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর ভিটামিন ই ত্বকের বলিরেখা দূর করতে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে মালিশ করলে ত্বক টানটান হয়। ৪) শুষ্ক ত্বকের যত্নে- এক চা চামচ মধুর সঙ্গে দুই টেবিল চামচ দুধের সঙ্গে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ভেঙে তার মধ্যে থাকা জেলটি মিশিয়ে নিন। কাজ থেকে ফিরে বা স্নানের মিনিট ১৫ আগে এই মিশ্রণ মুখে নিয়মিত মাখার চেষ্টা করুন। তার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দামি ক্রিম মাখার প্রয়োজন পড়বে না। ৫) ওপেন পোর্সের সমস্যায়- গোলাপ জলের সঙ্গে দু''টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মিশিয়ে নিন। মাইল্ড ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে রাতে এই টোনার স্প্রে করে শুয়ে, ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার মেখে শুয়ে পড়ুন। নিয়মিত ব্যবহার করলে ওপেন পোর্সের সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হবে।

চুল ঝরার সমস্যা

চুল ঝরার সমস্যা একান্তই মহিলাদের, সেটা বললে খানিক ভুলই বলা হয়। চিরুনি চালালেই চুল উঠে আসছে গাদা খানেক, এমন অভিজ্ঞতা কিন্তু ছেলেদেরও আছে। স্ট্রেটনার, ড্রায়ারের ব্যবহার ছেলেরা কম করে, সেটা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুল পড়ার সমস্যা আটকানো যাচ্ছে না। অনেকেই চুল পড়া বন্ধ করতে নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন ওষুধও খান। তবে তাতে যে বিশেষ কোনও লাভ হয়, তা নয়। সে ক্ষেত্রে রোজের খাবারে বদল এনে দেখতে পারেন, সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন অচিরেই। চুল ঝরার পরিমাণ কমাতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খেতে পারেন ছেলেরা?

গাজর- গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। চুলের গোড়া শক্ত করতে ভিটামিন এ-এর জুড়ি মেলা ভার। মাথার তালুতে পুষ্টি জোগায় গাজর। মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে গাজর দারুণ কার্যকরী। সঠিক পুষ্টি উপাদানের অভাবেই চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। গাজর চুলে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে।

কড়াইশুঁটি-চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কড়াইশুঁটি খেতে পারেন। এতে নানা রকমের ভিটামিন তো আছেই, তার সঙ্গে আছে চুলের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খনিজও। আয়রন, জিঙ্ক, মিনারেলস সমৃদ্ধ কড়াইশুঁটি চুলের গোড়া মজবুত করে। শত অবহেলাতেও চুলের গোড়া দুর্বল হতে দেয় না। ফলে চুল পড়ে যাওয়ার পরিমাণও অনেকটাই কমে।

ওট- ওজন কমাতে ওটের জুড়ি মেলা ভার। তবে চুল ঝরার সমস্যা থেকেও ছেলেদের মুক্তি দিতে পারে ওট। এতে রয়েছে ফাইবার, আয়রন, জিঙ্কের মতো খনিজ। সেই সঙ্গে রয়েছে ওমেগা-৩। এই ফ্যাটি অ্যাসিড মাথার ত্বকে এবং চুলে পুষ্টি জোগায়। মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালনও সচল রাখে। ফলে চুল পড়া কমে।

মুখ ব্রণতে ভরে গিয়েছে?

দোরগোড়ায় পুজো। উতব শুরু হতে হাতে গোনা আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। উৎসব-উদ্যাপনের প্রস্তুতিও প্রায় শেষের দিকে। পুজোর কেনাকাটা থেকে রূপচর্চা সব কিছুই চলছে জোরকদমে। কিন্তু অনেকেই ব্রণ নিয়ে চিন্তিত। পুজোর আগে ব্রণ না কমলে কী করবেন, তা নিয়ে একটা আশঙ্কাও কাজ করছে। রূপটান করে ব্রণ আড়াল করার পরিকল্পনা থাকলেও ত্বকের কথা ভেবে তা বাতিল করাই ভাল। কারণ প্রসাধনীর সংস্পর্শে ব্রণ আরও বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করতে পারে। তা হলে উপায়? পুজোর আগে ব্রণ দূর করতে ভরসা রাখা যায় কয়েকটি পানীয়ের উপর।

আপেলের রস- ভিটামিন এ, বি, সি, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর কিছু উপাদান রয়েছে এই ফলে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে আপেল দারুণ কার্যকরী। আপেল ত্বকে আনে একটা বাড়তি জেল্লা। যা সকলের মাঝে আলাদা করবে আপনাকে। এ ছাড়াও আপেল ব্রণ প্রতিরোধেও দারুণ কার্যকরী। আপেলে ফাইবার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। যা ত্বকে আলাদা করে পুষ্টি জোগায়।

বিট এবং গাজরের রস- বিট, গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা শরীরের নানা সমস্যা দূর করা ছাড়াও ত্বকের জেল্লা ফেরায়। ব্রণ কমায়। বলিরেখা, মেচেতা, অকাল বার্ধক্যের মতো সমস্যা এড়াতে এই দুই সব্জি দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর এই পানীয়।

লেবু এবং মধুর জল- সকালে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে লেবু এবং মধু মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। বলিপাড়ার অনেকেই সকাল শুরু করেন এই পানীয় দিয়ে। ওজন ঝরানো ছাড়াও এই পানীয় ত্বকের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ কার্যকরী। লেবু এবং মধুর জল পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হজমশক্তি উন্নত করে। পরিপাক ক্রিয়া উন্নত হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকেও। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিয়ে ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং সেই সঙ্গে ব্রণর ঝুঁকি কমায়।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় নাজেহাল?

অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনা দই থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই অল্প গন্ধ বেরোতে শুরু করে। অনেক সময় ঘরে পাতা দইও বেশি টক হয়ে গেলে খাওয়া যায় না। রান্নায় ব্যবহার করলেও স্বাদ বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে কি এক বাটি দই ফেলে দেবেন?

পুজোর আগে মুখের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? তা হলে দই নষ্ট না করে রূপচর্চায় ব্যবহার করে ফেলতে পারেন। টক দই মাখলে ত্বকের জেল্লা বাড়বে। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। কী করে ব্যবহার করবেন টক হয়ে যাওয়া দই?

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে: শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দই দারুণ কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতা ও জেল্লা আনতে দইয়ের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। মিনিট দশেক রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দই প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে ত্বক আর্দ্র আর কোমল করে তুলবে। ব্রণ দূর করতে: এক টেবিল চামচ টক দই নিয়ে তুলো দিয়ে ব্রণর উপরে লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। দিনে লাগালে ঘণ্টা দুয়েক লাগিয়ে রাখুন, তার পর ধুয়ে নিন। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। ব্রণর সমস্যা দূর হয় সহজেই। তবে নিয়মিত ব্যবহার করলে তবেই কাজ হবে।

সোমবার আগরতলার রাজপথে শিক্ষা ভবন ঘেরাও অভিযান টেট পরীক্ষার্থীদের। ছবি নিজস্ব।

অধিকারী সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ওড়িশায় তার সফর বাতিল করলেন, পিতার দুর্ঘটনার কারণে দিল্লি ফিরে গেলেন

ভুবনেশ্বর, ২৯ ডিসেম্বর : শনিবার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার ওড়িশার বুথ স্তরের কর্মকর্তা (বিএলও)দের সাথে তার নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দিল্লি ফিরে গেছেন। সূত্র অনুযায়ী, কুমারের পিতার সাথে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে তাকে তাঁর সফর ছিন্ন করে দিল্লি ফিরে যেতে হয়েছে। তবে, কুমার জানিয়েছেন যে তিনি শীঘ্রই আবার ওড়িশা সফর করবেন এবং বিএলওদের সাথে আলোচনা করবেন, বিশেষত বিশেষ নিবন্ধন (এসআইআর) ঘোষণা করার আগে।

ওড়িশায় তার সফরের সময়, কুমার বলেছেন যে তিনি এই রাজ্যের শিল্প, স্থাপত্য, আতিথেয়তা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে ভবিষ্যতে তিনি অবশ্যই আবার এই রাজ্য সফর করবেন।

কুমার তার সফরের দ্বিতীয় দিনে, রবিবার, পুড়ি জেলার রঘুরাজপুর গ্রামে যান, যেখানে তিনি স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা তৈরি ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র, তুসার কাপড়, কাঠশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পকর্মের সাথে পরিচিত হন। তিনি স্থানীয় শিল্পীদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের কাজের প্রশংসা করেন। কুমার বলেন, 'এই শিল্পীরা ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং লোকগাথাকে জীবন্ত রাখছেন, এবং তাদের কাজ সর্বোচ্চ প্রশংসার যোগ্য।'তিনি আরও বলেন, "আমি দেশের মানুষদের রঘুরাজপুর সফর করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে তারা এখানে প্রচলিত অনন্য শিল্পকলা দেখতে পারে।"ভুবনেশ্বরে ফিরে যাওয়ার পথে কুমার দৌলি শান্তি স্তূপ এবং তার কাছাকাছি অবস্থিত রক এডিক্টস পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছ থেকে জানতে পারেন। কুমার বলেন, 'ভারত বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য পরিচিত, এবং আমি আশা করি দৌলি শান্তি স্তূপের বার্তা আরও দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছাবে।'

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, কুমারের সোমবার দুপুর ৩টায় খুরদা এবং কটক জেলার প্রায় ৭০০ বিএলও'র সাথে বৈঠক করার কথা ছিল। বিএলওরা ওড়িশায় বিশেষ নিবন্ধন (এসআইআর) কার্য্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, যা নির্বাচন কমিশন তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করেছে।তবে, কুমারের আকস্মিক ফিরে যাওয়ার কারণে এই বৈঠক বাতিল হয় এবং এখন কুমার নিশ্চিত করেছেন যে তিনি ভবিষ্যতে আবার ওড়িশায় ফিরে আসবেন।

কুমারের সফর চলাকালীন, তিনি উড়িষ্যার ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর পাশাপাশি ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রশংসা করেছেন, যা রাজ্যটির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে।

খালেদা জিয়ার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা নিয়ে সংশয়, বিকল্প প্রার্থী রেখেছে বিএনপি

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার। তবে তার শারীরিক অবস্থার কারণে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প প্রার্থী (ডামি ক্যান্ডিডেট) বেছে রেখেছে বিএনপি।বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সোমবার তিনটি আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এই আসনগুলো হলোফেনী-১ (ফুলগাজী-পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া), বগুড়া-৭ (গাবতলী) এবং দিনাজপুর-৩ (সদর)। তবে, শারীরিকভাবে অসুস্থ খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং তিনি সঙ্কটময় মুহূর্ত পার করছেন।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত ভোট-নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, সোমবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। খালেদার হয়ে বিএনপি দলের অন্যান্য নেতারা তিনটি আসনে মনোনয়ন জমা দেবেন বলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্দেশনা দিয়েছে।

এদিন, ঢাকা-১৭ আসনের জন্য বিএনপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তারেক রহমান। তিনি দুপুরে ঢাকা বিভাগের রিটার্নিং কর্মকর্তার দফতরে গিয়ে তার মনোনয়ন জমা দেন। ঢাকা-১৭ আসনটি গুলশান, বনানী, বারিধারা ও অন্যান্য অভিজাত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই আসনের ভোটারও এখন তারেক রহমান।

এছাড়া, তারেক রহমান পৈতৃক এলাকা বগুড়া-৬ (বগুড়া সদর) আসন থেকেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সোমবারই ওই আসনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি এবং শীঘ্রই তা জমা দেওয়ার কথা।

বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে, আওয়ামী লীগ, দেশটির বর্তমান ক্ষমতাসীন দল, এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। ফলে, বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক আশাবাদ রয়েছে।

বিএনপির নেতাকর্মীরা ইতোমধ্যে তারেক রহমানকে 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করেছেন, এবং দেশজুড়ে তার নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন বাড়ছে। তবে, বিএনপি-কে আটকাতে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে এনসিপি (জাতীয় পার্টি) ও জামাত-এ-ইসলামি।

এদিকে, খালেদা জিয়ার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, বিএনপি দলের নেতারা আশাবাদী যে, এই নির্বাচনে দলের জয় স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম 'জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলা মন্দির' উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ

গুয়াহাটী, ২৯ ডিসেম্বর: আজ, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ গুয়াহাটীতে উদ্বোধন করলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম, 'জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলা মন্দির'। এটি আসামের সাংস্কৃতিক ও পাবলিক অবকাঠামোতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অডিটোরিয়ামটি ২৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এবং এর ধারণক্ষমতা ৫,০০০ আসন। এটি গুয়াহাটীর খাঁনাপাড়া এলাকায় প্রায় ৪৫ বিঘা (প্রায় ১৪.৮৫ একর) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই অডিটোরিয়ামটি পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম হিসেবে পরিচিত হতে যাচ্ছে।

অডিটোরিয়ামের মূল ভবনের পাশাপাশি এখানে একটি কনভেনশন সেন্টার, পাঁচটি ভিআইপি স্যুট, মাল্টিলেভেল পার্কিং (৪৫০টি গাড়ির ধারণক্ষমতা সহ) এবং আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল এবং ডিজিটাল অবকাঠামো রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল বড় আকারের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের জন্য একটি উন্নত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা।

গুয়াহাটীর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে, এই অডিটোরিয়ামটি সম্পূর্ণভাবে গ্রিন এনার্জিতে পরিচালিত হবে, যার জন্য ভবনের ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এটি রাজ্য সরকারের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছে।

গৃহমন্ত্রীর এই সফরের সময়, তিনি 'কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় প্রায় ১, ০০০ জন উপকারভোগীকে সম্মানিত করবেন।

গুয়াহাটী শহর এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বড় আকারের সম্মেলন, পারফরম্যান্স এবং পাবলিক ইভেন্টের আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে, যা এই নতুন অডিটোরিয়ামটি উদ্বোধনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No - 27/AGRI/EE/MECH/2025-26

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Agri Mechanical Division, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 16/01/2026.

Sl No.	DNIEOI NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last date and time of e-bidding	Bid Opening date	Eligibility of the Bidder
1	e-08/AGRI/EE(M)/2025-26	Setting up of Automation Irrigation System & Water Harvesting System for Centre of Excellence, Flower at Lambucherra under INDU- DUTCH work plan. S/H:- Supply of Machinery Equipments (3rd Call).	Rs. 13,54,440.00	Rs. 1,000	Rs. 27,089	16/01/2026 Upto 3.00 PM	16/01/2026 4.00 PM, (If Possible)	Bonafide Prospective Manufacturers Authorized Distributors / Dealers / Supplying Agencies / Firms having adequate experience in successful supply of Laboratories Instrument/ Equipment to the State Govt./Central Govt. or the State/Central Govt. undertakings, PSUs /Agencies or Corporate Sectors of high reputation with a minimum period of three years.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

ICA/C-3624/25

(Er. Falgun Debbarma)
Excutive Engineer (Mech.)
Agri Mechanical Division
Office Lane, Agartala

P'NIeT No.:-121/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-16/12/2025

Division, Agartala on behalf of the The Executive Engineer, Mechanical 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Reputed Resourceful Manufacturers or OEM or their Authorized Sales & Service Dealer/Distributor or firm having experience in similar nature of works in Government/ Government Undertaking/PSU Buildings and Service centre in Tripura for the following work:

NIT NO :	121/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of work :	Extension and installation of Oxygen bedded pipeline and Suction line at 6 Cardia Care Unit (CCU) in the North Tripura District Hospital, Dharmanagar during the year 2025 -26.
Estimated Cost :	Rs. 4,02,000.00
Time of Completion :	60 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 8,040.00
Last date and time of Submission of Bid :	30/12/2025

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-3630/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য চুক্তি: ১ জানুয়ারি থেকে ভারতীয় রপ্তানির জন্য ১০০ু অস্ট্রেলিয়ান শুল্করেখা শূন্য শুল্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ভারতীয় রপ্তানি জন্য ১০০ু অস্ট্রেলিয়ান শুল্করেখা শূন্য শুল্ক হবে। মন্ত্রী বলেন, এটি শ্রমঘন খাতগুলির জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বাণিজ্য চুক্তির তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে মন্ত্রী বলেন, এই চুক্তি গত তিন বছরে রপ্তানি বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা, গভীর বাজার প্রবেশাধিকার এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খলা শক্তিশালী করেছে।

একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্টে মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, এই চুক্তি ভারতীয় রপ্তানিকারক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষক এবং শ্রমিকদের উপকারে আসছে। তিনি জানান, ২০২৪-২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের রপ্তানি ৮ু বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য উন্নত হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, উৎপাদন, রাসায়নিক, বস্ত্র, প্লাস্টিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, তেলজাত পণ্য এবং রত্ন ও গয়না খাতে শক্তিশালী লাভ দেখা গেছে। তিনি বলেন, এপ্রিল থেকে নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত রত্ন ও গয়নার রপ্তানি ১৬ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি রপ্তানিতেও ব্যাপক বৃদ্ধির প্রমাণ মিলেছে, বিশেষ করে ফলমূল, সবজি, সামুদ্রিক পণ্য, মশলা এবং কফির রপ্তানি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T No. : 15/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated: 23/12/2025
The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online Percentage rate Bids.

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 38/EE/ DIV-I/AMC/2025-26	11,15,242	22,305	60(Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding : : 01/01/2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time an date of Opening of Bid: 01/01/2026 at 16.00 hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
PW Division - I,
Agartala Municipal Corporation

নতুন 'বিকশিত ভারত-জি রাম জি' আইন প্রবর্তন, এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে হবে বড় পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : কৃষি, কৃষক কল্যাণ এবং পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের বিভিন্ন ত্রুটি এবং অনিয়ম দূর করতে একটি নতুন আইন "বিকশিত ভারত-জি রাম জি" প্রবর্তন করেছে।উত্তরাখণ্ডের গৌচারে আয়োজিত রাজ্য স্তরের কিষাণ দিবস-২০২৫ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান, এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে পূর্বে ১০০ দিন কাজের সুবিধা ছিল, তবে নতুন আইনে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।মন্ত্রী আরও বলেন, উত্তরাখণ্ডে ফলবাগান, পশুপালন এবং মৎস্য খাত সম্প্রসারণ করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের উৎপাদিত ফল, সবজি এবং ঔষধি গাছপালা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত করা হবে, যাতে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায়।এছাড়াও, মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, মুকতেশ্বরতে ১০০ কোটি টাকার ব্যয়ে একটি ক্লিন প্লান্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে, যেখানে কৃষকদের জন্য উচ্চমানের ফলধারণকারী গাছ সরবরাহ করা হবে।এর আগে, মন্ত্রী উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং অনুষ্ঠানের স্থলে তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্টলগুলো পরিদর্শন করেন।

রক্ষনবিধি অধিগ্রহণ পরিষদ অনুমোদন করেছে ৭৯,০০০ কোটি মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম অধিগ্রহণ প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : রক্ষাণবিধি মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে রক্ষাণবিধি অধিগ্রহণ পরিষদ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল সক্ষমতা শক্তিশালী করতে প্রায় ৭৯,০০০ কোটি মূল্যের মূলধন অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

সোমবার ড্যাক -এর একটি সভায় এই অনুমোদনগুলি প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার প্রদান করা হয়।

এওএন অনুমোদন পেয়েছে আর্টিলারি রেজিমেন্টের জন্য লয়টার মিউনিশন সিস্টেম, লো লেভেল লাইট ওয়েট রাডার, পিনাকা মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম-এর জন্য লং রেঞ্জ গাইডেড রকেট অ্যামুনিশন এবং ইন্টিগ্রেটেড ড্রোন ডিটেকশন এবং ইন্টারডিকশন সিস্টেম এমকে -জ্জজ্জ -এর জন্য।

সরকারি বিবৃতির মতে, লয়টার মিউনিশন সিস্টেমগুলি ট্যাকটিক্যাল টার্গেটের বিরুদ্ধে নির্ভুল আক্রমণ করতে সক্ষম করবে, যখন লাইটওয়েট রাডারগুলি সেনাবাহিনীর ছোট, কম উচ্চতার উড়ন্ত ড্রোন সনাক্তকরণ ও ট্র্যাকিং ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটগুলি পিনাকা এমআরএলএস -এর রেঞ্জ এবং নির্ভুলতা উন্নত করবে, যার মাধ্যমে উচ্চমূল্য লক্ষ্যবস্তুগুলি কার্যকরভাবে আঘাত করা সম্ভব হবে। আপগ্রেডেড আইডিআইএস এমকে -জ্জজ্জ ট্যাকটিক্যাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সম্পদের জন্য দীর্ঘতর রেঞ্জ সুরক্ষা প্রদান করবে। ড্যাক -বুলার্ড পুল টাগস, হাই ফ্রিকোয়েন্সি সফটওয়্যার ডিফাইনড রেডিও ম্যানপ্যাক সিস্টেম এবং উচ্চ উচ্চতার দীর্ঘ রেঞ্জ রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম ভাড়া গ্রহণের জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

বিপি টাগস-এর অন্তর্ভুক্তি নৌযান ও সাবমেরিনগুলির জন্য বন্দরের সংকীর্ণ জলাশয়ে অবস্থান, বের হওয়া এবং চালনা করতে সহায়ক হবে। এইচএফ এসডিআর ম্যানপ্যাক রেডিওগুলি বোর্ডিং এবং ল্যান্ডিং অপারেশনের সময় দীর্ঘ রেঞ্জের নিরাপদ যোগাযোগ শক্তিশালী করবে, যখনকি হেল আরপিএএস মেরিটাইম ডোমেন সচেতনতা এবং ভারতের মহাসাগরীয় অঞ্চলে গোয়েন্দা, নজরদারি এবং অনুসন্ধান ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

এওএন অনুমোদন পেয়েছে অটোমেটিক টেক-অফ এবং ল্যান্ডিং রেকর্ডিং সিস্টেম, আস্থা এমকে -জ্জজ্জ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট তেজাসের জন্য ফুল মিশন সিমুলেটর এবং স্পাইস-১০০০ লং-রেঞ্জ গাইডেন্স কিটের জন্য।

অটোমেটিক টেক-অফ এবং ল্যান্ডিং রেকর্ডিং সিস্টেমটি উড়ানের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলির উচ্চ-সংজ্ঞা, সর্ব-আবহাওয়া রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে বায়ুসেনার নিরাপত্তা পরিবেশ শক্তিশালী করবে। আস্থা এমকে -জ্জজ্জ মিসাইলগুলি উন্নত রেঞ্জ সহ বায়ুসেনার শত্রু বিমানকে দীর্ঘতর দূরত্ব থেকে আঘাত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ফুল মিশন সিমুলেটর তেজাস ফ্লিটের জন্য সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ পাইলট প্রশিক্ষণ সহায়তা করবে, এবং স্পাইস-১০০০ কিটগুলি দীর্ঘ রেঞ্জের নির্ভুল আঘাত ক্ষমতা উন্নত করবে।

ছত্তিশগড়ে মানি লন্ডারিং কাণ্ডে এডি অভিযান রাইপুর ও মহাসামুন্দে ৯টি স্থানে তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (এডি) সোমবার ছত্তিশগড়ে একাধিক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভারতমালা প্রকল্প' রোডের জন্য জমি অধিগ্রহণ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতার অভিযোগে মানি লন্ডারিং মামলার সাথে সম্পর্কিত। রাইপুর ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যে সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণে যে অস্বাভাবিকতা হয়েছে, তার তদন্তে এডি এই তল্লাশি চালায়।এডি সূত্রে জানা যায়, পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মনি লন্ডারিং অ্যাক্ট) আইনের আওতায় সোমবার রাইপুর এবং মহাসামুন্দে ৯টি স্থানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। চত্তিশগড় পুলিশ এই অস্বাভাবিকতার তদন্ত করছে এবং ইতোমধ্যে কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করেছে।এডি এক কর্মকর্তা জানান, এই অভিযানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাসস্থান, তার সহযোগী, কিছু সরকারি কর্মকর্তা ও জমির মালিকদের বাসস্থানও তল্লাশি করা হচ্ছে।এদিকে, "ভারতমালা পরিয়োজনায়" প্রায় ২৬,০০০ কিলোমিটার অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যা গ্লোবেন কোয়াড্রিল্যাটারাল এবং নর্থ-সাউথ এবং ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরের পাশাপাশি দেশের রোড ফ্রেইট ট্র্যাফিকের মূল অংশ বহন করবে।

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী ২০২৬

অমর কথা সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১১২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ৩রা জানুয়ারী, ২০২৬ সোনামুড়া মহকুমায়, নলছড় দশমীঘাট ময়দানে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মবার্ষিকী ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে।
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগনকে 'অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি পুরস্কার-২০২৬ এবং অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মারক পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করা হবে। তাছাড়া, রাজ্য ভিত্তিক "তিতাস একটি নদীর নাম, উপন্যাস অবলম্বনে মৎস্য জীবিদের জীবন যন্ত্রনা, ত্রিপুরায় তাদের অবস্থান'প্রতিযোগীতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধীকারিগনকেও পুরস্কৃত করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি, প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।
পুরস্কার প্রাপকদের নামের তালিকা নিম্নরূপ:-

অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি পুরস্কার ২০২৬	মেজর, ড. নির্মল ভদ্র (শিক্ষাবিদ), পিতা:- বীরেন্দ্র চন্দ্র ভদ্র, কামালঘাট, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মারক সম্মান ২০২৬	শ্রীমতী সম্পা দাস (ক্রীড়াবিদ), পিতা:- অর্জুন দাস, বানিগাও, কমলপুর, ধলাই ত্রিপুরা জেলা।
	শ্রীমতী স্বর্ণা রানী দাস, (বিশিষ্ট কৃষক), স্বামী :- বিধুভূষণ দাস, ইঁতারিয়া, উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা জেলা।
	শ্রীযুক্ত সুশান্ত নমঃ, (ক্রীড়াবিদ), পিতা:- রঞ্জিত নমঃ, নলছড়, মেলাঘর, সিপাহীজলা জেলা।
	ড. দেবব্রত দাস, (স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পী), পিতা:- স্বর্গীয় নেপাল চন্দ্র দাস, কৃষ্ণনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
	শ্রীযুক্ত পরিতোষ দাস, (সংগীত ও নৃত্য শিল্পী), পিতা :-স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, রোয়া বাজার, পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা।
	ড. সুমেন চন্দ্র দাস, (উদ্যানতত্ত্ববিদ), পিতা :-স্বর্গীয় রাজগোবিন্দ দাস, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
	শ্রীযুক্ত সমীরণ মালাকার, (শিক্ষাবিদ), পিতা :-স্বর্গীয় মধুর মালাকার, কৌলিকুড়া, চণ্ডীপুর, কৈলাশহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা জেলা।
রাজ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা ২০২৬	প্রথম স্থান:- শ্রীযুক্ত শৌনক শংকর রায়, পিতা:- সিদ্ধার্থ শংকর রায়, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
	দ্বিতীয় স্থান:- শ্রীযুক্ত অংশুমান ভৌমিক, পিতা :- শিবাজী ভৌমিক, বিশালগড়, সিপাহীজলা জেলা।
	তৃতীয় স্থান:- শ্রীমতী অঙ্কিতা দাস, পিতা :- তাপস দাস, বড়দোয়ালী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

উপরিউক্ত পুরস্কার প্রাপকদের আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০২৬ দুপুর ২ ঘটিকায় সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত নলছড় দশমীঘাট ময়দানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-
ICA/D-1659/25
(জয়ন্ত দে), অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

এআইডিএসও'র ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ছাত্র সমাবেশের আয়োজন। ছবি নিজস্ব।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনায় ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ ডিসেম্বর: সম্প্রতি বাংলাদেশের মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা হিন্দু যুবক দিপু চন্দ্র দাসের অমানবিক হত্যার প্রতিবাদে ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় এক বিক্ষোভ মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই মিছিলে হিন্দুদের উপর নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়।

মিছিলটি অম্পি চৌহমনী থেকে শুরু হয়ে পুরাতন টি আর টি সি এলাকা সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার অম্পি চৌহমনী এলাকায় এসে সমাপ্তি হয়। এদিনের মোমবাতি মিছিলের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সদস্যরা ছাড়াও তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

মিছিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি কানাই লাল কর্মকার, সম্পাদক রমল দাস, তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষ্ণপদ দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এক সাক্ষাৎকারে, ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রমল দাস বলেন,'বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং হত্যার ঘটনা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিপু চন্দ্র দাসের অমানবিক হত্যার প্রতিবাদে আমরা আজ এই মোমবাতি মিছিলের মাধ্যমে ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক সমাজ এবং বাংলাদেশ সরকার হিন্দুদের উপর এই নিপীড়ন বন্ধে পদক্ষেপ নেবে।'মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা ও সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দিতে মোমবাতি হাতে নেন।

সারাভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৯ ডিসেম্বর: সারা ভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার সকাল এগারোটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্য্যালয়ে করুনা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে এক দিবসীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সংগঠনের নেতৃত্ব শ্রীমন্ত দে, পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সভাপতি মন্ডলি তৈরী করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শুরু হয় তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষনে আলোচনা রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন বিজেপি সরকার আদানি,আম্বানি, এই ধরনের পূজিপতিদের, দেশের কর্পোরেট দের কিভাবে উন্নয়ন করা যায় দেশের সমস্ত স্বার্থ কে জলাঞ্জলি দিয়ে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল, জমি,কিভাবে কর্পোরেট দের হাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য কাজ করছে,গরীব,মাঝারি, কৃষক,আমাদের আন্দোলনের মধ্যে এ তিনটি শক্তির কিভাবে সমন্বয় করা যায় আমরা তার জন্য কাজ করি।

সংগঠনকে কিভাবে আর ও শক্তিশালী করা যায় সে সব বিষয় নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।সারাভারত কৃষক সভা দক্ষিণ জেলা সম্মেলনে ২০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করে বলে জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে।সারাভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা সম্মেলনে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর,সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব রতন দাস, বাসুদেব মজুমদার,নিতাই বিশ্বাস , বিধায়ক দীপংকর সেন, গন আন্দোলনের নেতৃত্ব বিজয় তিলক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।সম্মেলন শেষে ঊনপঞ্চাশ জনের কমিটি গঠন করা হয়, সর্ব সম্মতিক্রমে সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, সভাপতি মিহির পাটারী নির্বাচিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফুল চাষে বদলে যাচ্ছে পুরো গ্রামের আর্থিক চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর: আগরতলা শহর থেকে সাবরুমের দিকে যেতে সেকেরকোটের পর ছোট্ট কৃষি নির্ভর গ্রাম চাম্পামুড়া। গ্রামটির অবস্থান সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ব্লকের অধীনে।চম্পামুরা গ্রামের একজন কৃষক। অথচ ১ বছর আগেও এই গ্রামের জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল না। কৃষি বিভাগের অধীনে বিশালগড় উদ্যান অফিসের উদ্যোগে ফুল চাষের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বদলে দিয়েছে গ্রামের চিত্র। সৌন্দর্যমণ্ডিত এই গ্রামটি নিজেদের পর্যটনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা শুরু করায় আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হচ্ছেন বাসিন্দারা।

২০২৪ সালে এক শীতের সকালে বিশালগড় কৃষি সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত''র উদ্যোগে আত্মা প্রকল্পের অধীনে গ্রামে প্রথম ফুল চাষ নিয়ে সচেতনতার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৫০ জন কৃষক, গ্রামের প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক কমিটির সভাপতি , উপ-উদ্যান অধিকর্তা, উদ্যান তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম সেবক প্রমুখ। চাষবাস থেকে প্রায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার একটি গ্রামে আশা কিরণ সঞ্চারিত হলো। ২০২৪ সালে ফুল চাষের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আবার আত্মা প্রকল্পের অধীনে। ২০২৪ সালে প্রথম বারের মতো ১৪ জন কৃষক ২ হেক্টর জমিতে গাঁদা ফুল চাষ শুরু করে। কৃষি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২ হেক্টরে ৮০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান পেয়ে কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে উঠেন। চাম্পামুরার ফুল চাষের কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়তেই আগরতলা থেকে ক্রেতারা আসতে শুরু করে এখানে। সেই থেকেই যাত্রা হয় তাদের।এই গ্রামের থেকে ৫ কিমি দূরে লক্ষীবিল বিগত ২৫ বছর আগে থেকে ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু পরিকল্পনা আর উদ্যোগের অভাবে চাম্পামুরা গ্রামে ফুল চাষ শুরু হতে ২৫ বছর লাগলো।

লাভের মুখ দেখায় আরো কৃষক বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষে যুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কৃষকের পুনরায় কৃষিতে ফিরতে দেখে কৃষি বিভাগ আরো কিছু প্রকল্প অনুমোদন করে দিয়েছে এই গ্রামের জন্যে। যার মধ্যে অন্যতম হলো বৃষ্টি নির্ভর এলাকা উন্নয়ন (আরএডিএনএমএস) এর অধীনে ৭.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাবাদী পশু প্রদান, প্রাকৃতিক চাষের জাতীয় মিশনের অধীনে ২.৫ লক্ষের আর্থিক অনুদান, স্প্রে মেশিন , ছোট ট্র্যাক্টর, ধান কাটার মেশিন ইত্যাদি মিলে ২৫ লক্ষের উপর সরকারি ভর্তুকি, দামী সবজি চাষ করতে ১.২৫ লক্ষের পলি হাউচা, ৯ জন কৃষক কে ড্রিপ ইরিগেশন বা জল সেচ করতে জন প্রতি ১.৫ লক্ষ ব্যয় করা হয়েছে, দামী ফুল যেমন জারবেরা চাষ করার জন্যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গ্রিন হাউস, ধান , তিল , মিলেট, ডাল চাষের জন্য ১০ লক্ষের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে এই গ্রামে। রাসায়নিক সার কীটনাশক মুক্ত প্রাকৃতিক কৃষি মিশনের অধীনে একটি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বায়ো রিসোর্স সেন্টার ও কৃষি সখী প্রদান করা হয়েছে। দেড় বছরে আমূল বদলে গেছে গ্রামের কৃষি চিত্র। আধিকারিকদের পরামর্শে ২০২৫ এর গ্রীষ্ম কালীন , ও পূজার মরশুমে ফুল চাষ করে আরো অধিক মুনাফা অর্জন করেন গ্রামের কৃষকরা। কারন ঐ সময়ে বাজারে ফুলের যোগান কম থাকায় অধিক মূল্য যেমন একটি ফুল ১ টাকায় কৃষক ক্ষেতে বিক্রি করতে পারে। মাত্র আধা কানি জমি থেকে সপ্তাহে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকার গাঁদা ফুল বিক্রি করতে সক্ষম। মোট তিন মাস ফুল বিক্রি করা যায়। বর্তমানে প্রায় ১২ মাসই প্রায় ১৫ জমিতে নানা জাতের ফুলের চাষ হচ্ছে। তবে একটি গাঁদা ফুলের দাম ৫০ পয়সা থেকে ,১ টাকা ২৫ পয়সা অবদি পায় কৃষকরা মৌসুম অনুযায়ী।

এখানকার ফুল আগরতলার বাজারে বিক্রি করা হয়। আগরতলা থেকে ক্রেতারা গ্রামে এলে এক জায়গায় সব ফুল পেয়ে যায়। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি হয়। পূজা কে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুলচাষি ও তাঁদের পরিবার। একসময় শস্য ও সবজি চাষ করে আসা কৃষকেরা বর্তমানে ফুল চাষ করে সচ্ছলতার মুখ দেখছেন। শস্য অপেক্ষা ফুল চাষে নিজেদের নিয়োজিত করা চাষিরা পুরো গ্রামকে আমূল বদলে দিয়েছেন। প্রতিদিনই আগরতলায় ১০ থেকে ১৫ হাজার ফুল যায়।

২০২৫ সালে প্রায় চার হেক্টর জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করেছে ৪৫ জন কৃষক। কানি প্রতি চার হাজার টাকার আর্থিক অনুদান পেয়েছেন প্রত্যেক কৃষক। গ্রামীণ অর্থনীতি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ফুল চাষের অবদান ... মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ ও শিল্পিত রুচিবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সারা বিশ্বে বাড়ছে ফুলের চাহিদা , উৎপাদন, রপ্তানি ও ব্যবসাবাণিজ্য।অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ুক ফুলের সৌরভ।

দেরাদুনে ত্রিপুরার ছাত্র এঞ্জেল চাকমার মৃত্যু, পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ প্রদেশ কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর : বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ৯ ডিসেম্বর সংঘটিত ভয়ংকর হামলার পর গত ২৬ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হলো ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার মাছমারার কৃতি আদিবাসী ছাত্র এঞ্জেল চাকমার। ওই ঘটনায় তার ছোট ভাই মাইকেল চাকমাও গুরুতর আহত হয়েছেন।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিহত এঞ্জেল চাকমার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, এ ধরনের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আক্রমণের জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এছাড়াও কংগ্রেস রাজ্য সরকারের কাছে এঞ্জেল চাকমার পরিবারের জন্য যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার এবং ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তৎপর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।ত্রিপুরা কংগ্রেসের মুখপাত্র জানান, এ ধরনের ঘটনা শুধুই দেরাদুনের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী ও তরুণরা বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কার্যকর ভূমিকা না থাকায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে উঠছে।ত্রিপুরা কংগ্রেস এই হিংসার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে 'রাজধর্ম' পালনের আহ্বান জানিয়েছে।

আগরতলায় ৯—১১ জানুয়ারি স্বদেশী মেলা, উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী : মেয়র

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর : পুর নিগমের উদ্যোগে ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্বদেশী মেলা। এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আম মেলা উপলক্ষে বিবেকানন্দ ময়দানে প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার ডি কে চাকমা, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'লোকাল ফর ভোকাল' স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যে এই প্রথম এ ধরনের স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলার প্রতিটি দিনে স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও স্বদেশী জাগরণ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টলও থাকছে। শীতের আমেজে রাজ্যবাসীকে এই মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানান মেয়র।

কৈলাসহরে চলন্ত পণ্যবাহী

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফলে ঘটনাস্থলসহ আশপাশের এলাকা বর্তমানে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

ডেলিবারি বয় খুন, চাঞ্চল্য বামুটিয়ায়

● প্রথম পাতার পর

আসে। সর্বশেষ ঘটনায়, প্রবীর শীল নামে এক ডেলিভারি বয় আজ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ঘটনাটি ঘটে বামুটিয়া এলাকায়। তবে প্রবীর শীলের মৃত্যুর জন্য কে বা কারা দায়ী, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, এই ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রবীর শীলের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানেরও জোর দাবি জানিয়েছেন দলের প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ।

ঘৃণার অপরাধ

● প্রথম পাতার পর

করতে গিয়ে আহত হন। এঞ্জেল ২৬ ডিসেম্বর তার আঘাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে।

রাহুল গান্ধী বলেন, 'এঞ্জেল চাকমা এবং তার ভাই মাইকেলের ওপর যা ঘটেছে, তা একটি ভয়াবহ ঘৃণার অপরাধ। ঘৃণা হঠাৎ করে আসে না, তা বছরের পর বছর ধরে প্রতি দিনই আমাদের যুবসমাজকে বিষাক্ত কন্টেন্ট এবং অবিচ্ছিন্ন বানোয়াট গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। এটি শাসক বিজেপির ঘৃণাবিস্ফোরক নেতৃত্ব দ্বারা স্বাভাবিক করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত হলো সম্মান এবং ঐক্যের দেশ, ভয় এবং গালাগালির দেশ নয়। আমরা প্রেম এবং বৈচিত্র্যের দেশ। আমাদের একে অপরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, আমাদের সহযাত্রীদের টার্গেট হতে দেখতে দেয়া উচিত নয়। আমাদের প্রতিফলিত করা উচিত এবং এই দেশের কী হতে যাচ্ছে, তা নিয়ে মুখোমুখি হওয়া উচিত।'

পুলিশ জানিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর এঞ্জেল এবং মাইকেল দেহরাদুনে একটি মদ দোকানের কাছে একটি ক্যান্টিনে বসে ছিলেন। সেখানে উপস্থিত একটি অন্য দলের সদস্যরা, যার মধ্যে অভিযুক্ত সুরজ খাস (২২), অভিনাশ নেগি (২৫), এবং সুমিত (২৫) ছিলেন, এঞ্জেল এবং মাইকেলকে জাতিগতভাবে গালি দিতে শুরু করে। প্রতিবাদ করলে, এটি উত্তপ্ত হয় এবং সেখানে ধারালো অস্ত্র ও বস্তুর আক্রমণ শুরু হয়। মাইকেল তার ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন।

এঞ্জেলের বাবা, যিনি বিএসএফ জওয়ান, বলেন যে, আক্রমণকারীরা বারবার এঞ্জেলকে 'চাইনিজ' এবং 'চাইনিজ মোনো' বলে গালি দিয়েছে। এঞ্জেল তাদের জানালেও যে তিনি ভারতীয় এবং চাইনিজ নন, তবুও তারা তাকে ছুরি ও বস্তুর আঘাতে আঘাত করে।

পুলিশ এখন পর্যন্ত ৬ অভিযুক্তের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, এবং একজন অভিযুক্ত, যিনি নেপালের কানচনপুর জেলার বাসিন্দা, তিনি পলাতক। তার গ্রেপ্তারি প্রচেষ্টায় ২৫,০০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ একটি দলও নেপালে পাঠিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী এই ঘটনা অব্যাহতভাবে নিন্দা করেছেন এবং জানান যে, সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, 'যারা আইন ও শৃঙ্খলা নিয়ে খেলা করবে, তাদের থেকে কোনও দয়া আশা করা উচিত নয়।'

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এই ঘটনার প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন এবং বলেন, 'উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিল্লির নেতৃত্বও এই ঘটনার প্রতি সজাগ এবং তাদের নির্দেশে উত্তরাখণ্ড সরকারকে বিচার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।'

তিনটি স্থানে দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিকে, কমলাসাগর অটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টিআর০৭-এ- ৩৫২৪ নম্বরের একটি অটো কমলাসাগর থেকে বেলতলী এল এলাকায় এসে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়।প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে দুর্ঘটনা স্থল থেকে অটোতে থাকা তিনজনকে মধুপুর হাসপাতলে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক মৃণাল ভৌমিক(৪০), বাড়ি গোকুলনগর এলাকায়। গুরুতরভাবে আহত হন সমীর দেবনাথ, বাড়ি উত্তম ভক্ত চৌমুহনি এলাকায়। কমলারসাগর মন্দির চত্বরে চলছে পিকনিক।

তারই মধ্যে আবার মদের জমজমাট আসর। স্থানীয়দের অভিযোগ এই পিকনিক মৌসুমে কমলাসাগর নাকা চেকিং এর অত্যন্ত প্রয়োজন সড়কে।তা না হলে কোন মুহূর্তের মধ্যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে অভিমত পোষণ করেন এলাকাবাসী থেকে পথ চলতি মানুষ। অপরদিকে, সিপাহীজলা নৌকাঘাট এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এক মাঝ বয়সী যুবকের। তার নাম নাজির হোসেন। তার বাড়ি আগরতলা চন্দ্রপুর এলাকার বলদাখাল।আহত যুবকের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আগরতলা বলদাখালল এলাকার মাঝ বয়সি যুবক নাজির হোসেন।

সরকার টেকসই উন্নয়নের

● প্রথম পাতার পর

অংশ ভূমি এবং তিনভাগ জল, অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে কোনো জল সংকট হওয়ার কথা নয়। তবুও আমরা জল সংকটের মুখোমুখি। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, ভবিষ্যতে জল সংকটের কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাও রয়েছে।

তিনি আরও বলেন এই প্রোগ্রামটি সেইসব রাজ্য ও অঞ্চলের জন্য যারা বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল কৃষি করে এবং যেখানে জল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায় না। জল সংরক্ষণ ছাড়া কৃষি সম্ভব নয়। হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় ১০০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার হচ্ছে, ফলে সেখানে জল সংকট দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ৫২ শতাংশ, আসাম ১৫ শতাংশ, আর ত্রিপুরা প্রায় ৯ শতাংশ ব্যবহার করছে। বর্তমানে আমরা হয়তো সংকটের মধ্যে নেই, কিন্তু যদি ভবিষ্যতের জন্য জল সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করি, সমস্যায় পড়তে হবে। যদি কৃষক ফসল না চাষ করে, মানুষ কোথা থেকে খাবার পাবে? লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করলেও, কৃষক ফসল না চাষ করলে কী হবে?

মন্ত্রী জানান, এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং কৃষককে 'দেবতার সমতুল্য' মনে করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের এত গুরুত্ব দেননি। সরকার চারটি ক্ষেত্রের উপর কাজ করছেকৃষক, যুবক, নারী ও দরিদ্র। এদের কল্যাণে কাজ করলে আমরা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' অর্জন করতে পারব। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য আমাদের পুকুর খনন করতে হবে এবং জলাধার তৈরি করতে হবে। আরও গাছ লাগাতে হবে। বন উজাড়ের কারণে বন্যা ঘটছে।

মন্ত্রী জানান, ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা ফেজ-২ ২০২১—২২ সালে শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার ১৮টি মহকুমায় এ পর্যন্ত ৪৮টি প্রকল্প চলছে। তিনি জানান, মার্চ ২০২৬-এর পর ফেজ-৩ শুরু হবে। আমাদের এই তারা সুন্দরী বাঁধের খালটি পুনঃস্থাপন করতে হবে। পুরো এলাকা জলাধার অঞ্চল হিসেবে উন্নয়নের পাশাপাশি ইকো-ট্যুরিজম, ওপেন জিম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ওয়াটারশেড প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বনায়ন, জলাধার সৃষ্টি ও জল সংরক্ষণ। এ পর্যন্ত আমরা নির্মাণ করেছি ১৮১টি চেক ড্যাম, ১,০১৪টি পুকুর, ৪৪টি 'অমৃত সরোবর', পুনঃস্থাপন করেছি ১৩৫টি পুকুর, তৈরি করেছি ৬,৯৯২ মিটার সেচ খাল এবং নতুন গাছ লাগিয়েছি ১,৪০০ হেক্টর এলাকায়। আগের অনেক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও এই খাল সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের সরকার টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। কৃষিই মূল ভিত্তি। আমরা যদি এক গাছ কেটে ফেলি, তবে দশটি গাছ লাগানো আবশ্যক।

ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নতুন সভাপতি জাদেব মিয়া

● আটের পাতার পর

সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এদিন নেতৃত্ব আরও জানান, প্রাক্তন সভাপতি রঞ্জিত গোপ শারীরিক অসুস্থতার কারণে বর্তমানে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করতে পারছেন না। তিনি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে লিখিতভাবে অবগত করেন। সংগঠনের কাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই নতুন সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন থেকে জাদেব মিয়া ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের ত্রিপুরা প্রদেশের সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করবেন বলে জানানো হয়েছে।

সুরজিৎ দত্তের দ্বিতীয়

● আটের পাতার পর

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা প্রয়াত সুরজিৎ দত্তকে একজন অবিস্মরণীয় জননেতা হিসেবে অভিহিত করেন এবং বলেন, তাঁর নেতৃত্ব ও মানুষের প্রতি নিষ্ঠা রামনগরের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বলেন জীবনের শেষ রয়েছে। কিন্তু জিবিত অবস্থায় মানুষের জন্য কাজ করে গেলে মানুষ তাকে স্মরণ করবে তার কাজের জন্য। একজন মানুষ জিবিত থাকতে তার ভালো কাজ গুলির সম্পর্কে কেউ কথা বলে না। কিন্তু মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির ভালো কাজ গুলি নিয়ে সকলে কথা বলে। সুরজিৎ দত্তর মৃত্যুর পর মানুষ বেশি বেশি ওনাকে স্মরণ করছেন। প্রয়াত সুরজিৎ দত্তর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এইদিন আরও বলেন প্রয়াত সুরজিৎ দত্তর বিষয়ে কথা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা ছিল ওনার মধ্যে। তাই মৃত্যুর পরও তিনি সকলের হৃদয়ে রয়েছেন।

বাজেট তৈরীর সময়

● আটের পাতার পর

সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা ও বাজেট থেকে বঞ্চিত না হয় তা দেখতে হবে। পঞ্চায়েতের উপর মানুষের ভরসা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময় মতো প্রতিটি দপ্তরের সাথে আলোচনা করে স্বস্ব এলাকার মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে স্বচ্ছতার সাথে বাজেট তৈরী করতে হবে। বাজেটের মধ্যে জনগণের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ভাবে গড়ে তোলার একটি সুদৃঢ় উদ্যোগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, একটি সময়োপযোগী বাজেটই পারে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করতে। তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের জনপ্রতিনিধিদের আগামী দিনে একটি সুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত রাজ্যকে উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী বাজেট পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে বলেন। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে তিনি গ্রাম স্বরাজ ভবন প্রাঙ্গণে পশ্চিম জেলা পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহরায় এবং ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস তাদের নিজ নিজ জিলা পরিষদ এলাকার বিগত দিনের বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক তথা বকাফা বিএসি''র চেয়ারম্যান প্রমোদ রিয়াং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্য পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের ফ্যাকাল্টি ড. শুভায়ন চক্রবর্তী। কর্মশালায় রাজ্যের ৮টি জেলার সভাধিপতিগণ, সহ সভাধিপতিগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গতানুগতিক শিল্পকর্ম

● আটের পাতার পর

সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, শিল্প দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং দপ্তরের এমডি অজিত শুরুদাস সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন।

এই সভার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ডের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশেই খাদির পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদিত পণ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী খাদির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান, ডিজাইন প্রভৃতি ঠিক করতে হবে। এর পাশাপাশি পণ্য বিক্রয়ের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যে একটি দেশলাই কারখানা গড়েতোলার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ত্রিপুরা খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ডের পরিচালন ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিক্রয়, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন খাদি বোর্ডের ডিরেক্টর ড. দীপক কুমার। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, খাদি বোর্ডের সিইও সহ পদস্থ আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

দিয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইন হেলথ কেয়ার গিভিং অ্যাসিস্টেন্স, জেরিয়াট্রিক কেয়ার গিভেন, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স, হোম হেলথ এইড ট্রেইনি, ইমার্জেন্সি কেয়ার অ্যাসিস্টেন্স এবং জি.ডি.এ.-র ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীরা এই সুযোগ পাবেন।

এছাড়া কৃষি, আই.টি.-আই.টি.ইএস, প্লাম্বিং, নির্মাণ, রাবার এবং পেট্রোকেমিকেলস, লজিস্টিকস এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও যুবক যুবতীরা ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন। ১৫-৪৫ বছরের যুবক যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলা। তিনি বলেন, দক্ষ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। শিল্প ও বাজারে বর্তমানে কি চাহিদা রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গত ১০, ২.০ এবং ৩.০ এই পর্যায়ের প্রশিক্ষণও রাজ্যে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণার্থীরা ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা আবাসিকভাবেও এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি এই কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ড. এইচ. পি. শর্মা বলেন, এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সহায়কের ভূমিকা নেবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. কনক কান্তি মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের সি.ই.ও. স্বপন সাহা, এই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. জয়ন্ত কুমার পোদ্দার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুতীর্থা পাল। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের শুভেচ্ছাবার্তা পড়ে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পে আগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজন দত্ত, মালবিকা সরকার, অমৃত লাল সরকার তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক নন্দন সরকার, সুতপা পাল, বিকাশ সাহা, স্মিতা দেব, সংগীতা শর্মা, আশিস দাস প্রমুখদের দক্ষতা উন্নয়ন অধিকর্তার কার্য্যালয়ের পক্ষ থেকে মেমেন্টো ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া গত ৩টি পর্যায়ের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর আম্বেদকর টিচিং হসপিটালকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বিষয়ে একটি ভিডিও শো এবং মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে একটি ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা মুনমুন দেববর্মা।

ক্রীড়াঙ্গন

বিজয় মার্চেন্টে তামিলনাড়ুর কাছে আত্মসমর্পণ ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে আত্মসমর্পণ ত্রিপুরার। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুর্দান্ত জয় পেয়ে ত্রিপুরা শিবিরে যখন আনন্দের উচ্ছ্বাস, ঠিক তখন-ই কর্ণাটকের শিমোগায়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে অনেকটাই ব্যাকফুটে ত্রিপুরা। তিন দিবসীয় ম্যাচে প্রথম দিনে মাত্র ৩৭.১ ওভার খেলে ৭৮ রানে প্রথম ইনিংসের যবনিকা প্রাপ্তি ঘটানো, ত্রিপুরা দলকে অনেকটাই পেছনে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু যথারীতি প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ত্রিপুরা দলের সংগৃহীত স্কোরের দ্বিগুণ পরিমাণ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। তাও হাতে তাঁদের আরও ৮ উইকেট বর্তমানে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করে বলছেন, হয়তো ত্রিপুরাকে তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংসে হেরে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট খোয়াতে হবে। কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক সন্দীপন দাস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ৭৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয় ৩৭.১ ওভার খেলে।। সর্বাধিক স্কোর বলতে যশ দেববর্মার ১৭ রান, ওপেনার ময়ূখ চৌধুরীর ১৪ রান এবং শাহীন হোসেন পোদ্দার এর অপরাজিত ১৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। লীগ পর্যায়ের অন্তিম ম্যাচে প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ুর অভিমান সুন্দর একাই চারটি উইকেট তুলে নিয়েছে মাত্র পাঁচ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, অভিষেক ১৫ রানে এবং আদভিক ইশ্বরন ২৫ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে তামিলনাড়ু ৫০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার ধনবাহু আনামানগাদ ৯৯ রানে উইকেটে রয়েছে, সঙ্গে আর্য্য গণেশ ব্যক্তিগত ১৯ রানে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছে। তামিলনাড়ু এই মুহূর্তে ৮৬ রানে এগিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরা দলের বোলার পৃথ্বীরাজ গোপ একটি উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরা দলের বোলাররা তেমন কোন অঘটন ঘটাতে পারলে হয়তো ত্রিপুরা ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

রাজস্থানকেও হারালো ত্রিপুরা ম্যাচের সেরা মনিশংকর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আয়তনে দেশের বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান বলে কথা। এদিকে, ছোট-র দিক থেকে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বৃহত্তম রাজস্থান কে ৬৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। পরের ম্যাচে মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটকের বিরুদ্ধে কেমন খেলবে সেটা পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে। তবে রাজস্থানকে বিজয় হাজারে ট্রফি তে পরাজিত করে ত্রিপুরা দলের মনোবল এখন যথেষ্ট তুঙ্গে। টানা দ্বিতীয় জয়। প্রথম ম্যাচে কেরালার কাছে ১৪৫ রানে পরাজয়ের গ্লানি ত্রিপুরা দলকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে পন্ডিচেরিকে ৭ উইকেটে হারানোর পর আজ সোমবার তৃতীয় ম্যাচে রাজস্থান কেও ৬৬ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। আমেদাবাদে এ ডি এস এ রেলওয়েজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল ৯টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার ১ বল বাকি থাকতে ২৮৬ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে ওপেনার তেজস্বী জয়সওয়ালের ৬১ রান, শ্রীদাম পালের ৫০ রান, রজত দে-র ৪৩ রান এবং উদিয়ান বোসের ৪০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মনিশঙ্করের ২৫ রান এবং সেন্টু সরকারের অপরাজিত কুড়ি রানেরও অবদান রয়েছে। রাজস্থানের এভি চৌধুরী ৬৪ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া এস কে আহমেদ ও এর শর্মা দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে রাজস্থান ব্যাট করতে নামলে ৪০.২ ওভার খেলে ২২০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে করন লম্বা সর্বাধিক ৬৩ রান পায় ৭৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। ত্রিপুরা দলের বোলার বিজয় শংকর একাই চারটি উইকেট তুলে নেয় ৩০ রানের বিনিময়ে। তাছাড়া মনিশঙ্কর মুরাসিং পেয়েছে তিনটি উইকেট ৩০ রান দিয়েই। পারভেজ সুলতান এবং ভিকি সাহা একটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে মনিশঙ্কর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। গ্রুপের অপর খেলায় কর্ণাটক চার উইকেটের ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে, ঝাড়খন্ড ১৩৩ রানের ব্যবধানে পন্ডিচেরি কে এবং মধ্যপ্রদেশ ৪৭ রানের ব্যবধানে কেরালাকে পরাজিত করেছে।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভবনস-এর বার্ষিক ক্রীড়া সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতল।। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যা মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। শীতের সকালে কুয়াশা ঘেরা আবহে ভবনস-এর মাঠে অতিথিরা পতাকা উত্তোলন করে আসরের সূচনা করেন। পরে মশাল নিয়ে খেলোয়াড়রা মাঠ প্রদক্ষিণ করার পর স্বাগত ভাষন দেন ভবনস-এর অধ্যক্ষ স্বপ্না সোম। এনসিসি ড্রিল পার্টির তালে হয় মার্চ পাস্ট। এতে অভিবাদন গ্রহন করেন ভারতীয় বিদ্যা ভবন-এর চেয়ারম্যান তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবাশীষ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. যোগেশ প্রতাপ সিং ও সম্মানিত অতিথি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন বিশেষ অতিথি স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব দেব, স্মরণিকা প্রকাশ করেন এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুমন্ত চক্রবর্তী, এসোসিয়েট প্রফেসার স্বপ্নেন্দু সেন এবং নরসিংগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অধ্যক্ষ সুচিত্রা সরকার। স্কুলের বাইসাইকেলের উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে রাজ্যের তারকা এথলেট লক্ষ্মীরাণী ত্রিপুরাকে ভবনস-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সবশেষে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্য, যোগা প্রদর্শন, পিরামিড প্রদর্শন সহ জমজমাট অনুষ্ঠান হয়। পরে বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হয়। সবশেষে বিজয়ীদের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।

টিসিএ-র অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত, শুরু ২ জানুয়ারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রীড়া সূচি ঘোষিত। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ ১৮ বয়স ভিত্তিক রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সদরের ১৪ টি ক্লাব ক্রিকেট দলের পাশাপাশি ১৮ টি সাব ডিভিশন কে নিয়ে মোট ৩২টি টিমের মধ্যে লীগ কাম নকআউট পর্যায়ের টুর্নামেন্ট ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ফাইনাল ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারিতে আয়োজনের উদ্যোগ রয়েছে। এই হিসেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে আজ, সোমবার প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য প্রতিটি ম্যাচ হবে তিন দিবসীয়। প্রথম রাউন্ডের খেলায় সারা রাজ্য জুড়ে ৮ টি মাঠে আটটি ম্যাচ একযোগে শুরু হবে। যেমন ২ থেকে ৪ জানুয়ারি উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে পোলস্টার খেলবে জিরানিয়ার বিরুদ্ধে। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে লংতরাই ভ্যালি ও কসমোপলিটন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে হার্ভে খেলবে গন্ডা ছড়ার বিরুদ্ধে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ধর্মনগর ও উদয়পুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। নীপকো গ্রাউন্ডে কমলপুর খেলবে খোয়াইয়ের বিরুদ্ধে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে বিশালগড় ও ব্লাডমাউথ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি খেলবে স্কুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। তালতলা গ্রাউন্ডে জয়নগর টিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ৬ থেকে ৮ জানুয়ারি। এভাবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের কথা উল্লেখ রয়েছে ক্রীড়া সূচিতে। ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেমিফাইনাল এবং ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী ৩২ টি দলকে আটটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ পর্যায়ের শেষে ১৬ টি দল নিয়ে হবে প্রি কোয়াটার ফাইনাল ম্যাচ।

উত্তরাখণ্ডে ন্যাশনাল পেনচাক সিলাটের জন্য ৩৫ সদস্যের রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন শহরে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় অল ইন্ডিয়া পেনচাক সিলাট (মার্শাল আর্ট) প্রতিযোগিতা। ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি হবে আসর। আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রবিবার বিশালগড়, অফিসটিলায় ফেইথ ইন একশান পি মার্শাল আর্ট একাডেমীর ইন্ডোর হল-এ অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী শিবির। তাতে বালক বিভাগে ৫৫ জন এবং বালিকা বিভাগে ৩২ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। এই সিলেকশন ট্রায়ালে ধলাই জেলা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, খোয়াই জেলা এবং সিপাহীজলা জেলা থেকে ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। এর থেকে ৩৫ জন সদস্যের ত্রিপুরার দল ঘোষনা করা হয়। পরে রাজ্য পেনচাক সিলাট (মার্শাল আর্ট) সংস্থার সচিব উত্তম আচারায্য ত্রিপুরা দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। তিনি আশা করেন, জাতীয় আসরে ভালো ফলাফল করবে রাজ্যের খেলোয়াড়রা। ত্রিপুরা দল: বালক বিভাগে-৭ থেকে ৯ বছর বয়সের গ্রুপে জয়েশ মোদক, ১০ থেকে ১১ বছর বয়সের গ্রুপে- অলক ঘোষ, অভি ঘোষ, আয়ুষ দাস। ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সের গ্রুপে- প্লাবন দেবনাথ (৩০-৩৩ কেজি), দীপ ঘোষ (৩৩-৩৬ কেজি) অভ্রাংশু মজুমদার (৩৯-৪২ কেজি), অনিক দাস (৪৮-৫১ কেজি), জয়েশ দেবনাথ (৫৭-৬০ কেজি),১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের গ্রুপ: জিয়ার রহমান (-৩৯ কেজি)গোবিন্দ দেবনাথ (৩৯-৪৩ কেজি)অনিনুদ্ধ সাহা (৪৩-৪৭ কেজি)তনয় দেবনাথ (৫১-৫৫ কেজি)মুজাহিদুর রহমান (৫৯-৬৩ কেজি)১৭ থেকে ৪৫ বছর বয়সের গ্রুপ:সনি দত্ত (-৪৫ কেজি)আদিত্য ঘোষ (৪৫-৫০ কেজি)মনীষ দত্ত (৫০-৫৫ কেজি)বালিকা বিভাগ ৭ থেকে ৯ বছর বয়সের গ্রুপ:সিমরান নূর রহমান (২০-২২ কেজি)অদ্বিকা চৌধুরী (২২-২৪ কেজি)রাজেশ্বরী দেব (২৪-২৬ কেজি)১০ থেকে ১১ বছর বয়সের গ্রুপ:রোশনি দাস (৩০-৩২ কেজি)আরোহী দেবনাথ (৩৪-৩৬ কেজি)দেবাঞ্জনা সরকার (৩৬-৩৮ কেজি) ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের গ্রুপ:নাসরিনা পারভিন (-৩৯ কেজি)অনন্যা দেব (৩৯-৪৩ কেজি)সম্প্রীত বণিক (৪৩-৪৭ কেজি)দীক্ষিতা ঘোষ (৪৭-৫১ কেজি)অস্মিতা দে (৫১-৫৫ কেজি)রিয়া দেবনাথ (৫৫-৫৯ কেজি)তৃষা দেবনাথ (৬৩-৬৭ কেজি) ১৭ থেকে ৪৫ বছর বয়সের গ্রুপ:মধুশ্রী সিনহা (৫০-৫৫ কেজি)সপ্তবর্ণা পাল (৬০-৬৫ কেজি)অফিসিয়ালবৃন্দ, ত্রিপুরা টিমের কোচ: উত্তম আচারায্য এবং প্রানতোষ ঘোষ।ম্যানেজার: ভাস্কর শীল।

মুকেশ-শামি-শাহবাজের দাপটে জয় বাংলার, বিজয় হজারেতে ব্যর্থ পন্থ-অভিষেক-বৈভব, চমক কেকেআরের ক্রিকেটারের

জয়ে ফিরল বাংলা। আগের ম্যাচে বরোদার কাছে হারতে হয়েছিল অভিমন্যু ঈশ্বরনদের। সেই মাঠেই চণ্ডীগড়কে ৬ উইকেটে হারাল তারা। মুকেশ কুমারের ৫ ও মহম্মদ শামির ৩ উইকেটের পাশাপাশি শতরান করলেন অভিষেক পোড়েল। তবে বিজয় হজারের আরও একটি ম্যাচে রান পেলেন না ঋষভ পন্থ ও অভিষেক শর্মা। ঝোড়ো শুরু করেও বড় রান করতে ব্যর্থ ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। রিঙ্কু সিংহ অর্ধশতরান করলেন। তবে চমক দিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুকূল রায়।

রাজকোটের মাঠে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ৪৮.২ ওভারে ৩১৯ রান করল চণ্ডীগড়। ১২২ রান করেন অধিনায়ক মনন ভোরা। ৬৭ রান করেন সান্যম সাইনি। বাংলার বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল মুকেশ কুমার। ১০ ওভারে ৫৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। শুরুতে রান দিলেও শেষ দিকে উইকেট নিলেন শামি। ৬৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন তিনি। চণ্ডীগড়কে অল আউট তিনিই করলেন। ২ উইকেট শাহবাজের দখলে। ভোরার গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

৩২০ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করে বাংলা। বিশেষ করে ওপেনার অভিষেক। চালিয়ে খেলছিলেন তিনি। প্রথম উইকেটে ১০ ওভারে অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে ৮৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। তার মধ্যে ২৫ রান অভিমন্যুর। রান পাননি তিন নম্বরে নামা সুদীপ ঘরামি (১৭)। চতুর্থ উইকেটে অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদারের সঙ্গে ৫৯ রানের জুটি বাঁধেন অভিষেক। ৮৪ বলে ১০৬ রানের ইনিংস খেলেন বাংলার তরুণ ক্রিকেটার। ১২ চার ও দু'টি ছক্কা মারেন তিনি। অভিষেক আউট হওয়ার পর বাকি কাজ করলেন অনুষ্টুপ ও শাহবাজ। অনুষ্টুপ করলেন ৬৩ রান। বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন শাহবাজ। সুমন্ত গুপ্তের (২২) সঙ্গে মিলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ১৪ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে জেতে বাংলা।

পঞ্জাবের হয়ে আরও একটি ম্যাচে বড় রান করতে পারলেন না অভিষেক। ওপেন করতে নেমে ২৬ বলে ৩০ রান করেন তিনি। ভারতের এক দিনের দলে সুযোগ পেতে হলে আরও ধারাবাহিক হতে হবে অভিষেককে। পঞ্জাবকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে উত্তরাখণ্ড। প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২৬৯ রান করে পঞ্জাব। ১৪ বল বাকি থাকতে রান তাড়া করে নেয় উত্তরাখণ্ড।

রান পাননি পন্থও। দিল্লির হয়ে এই ম্যাচে খেলেননি বিরাট কোহলি। ফলে অধিনায়ক পন্থের কাঁধে দায়িত্ব ছিল বেশি। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩২০ রান করে সৌরাষ্ট্র। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৬ বলে ২২ রান করেন পন্থ। যদিও ৩ উইকেটে ম্যাচ জেতে দিল্লি। পন্থের ফর্ম চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এই ফর্ম থাকলে নিউ জিল্যান্ড সিরিজের দলে তাঁর জায়গা পাওয়া কঠিন।

ভারতের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের দলে জায়গা পেলেও বিহারের হয়ে বিজয় হজারে খেলতে নেমেছিল বৈভব। কিন্তু এই ম্যাচে রান পায়নি সে। ২১৮ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়েছিল বৈভবের। ৯ বলে ৩১ রান করে সে। কিন্তু সেই ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি বাঁহাতি ওপেনার। ১০ বলে ৩১ রান করে আউট হয় বিহারের ছেলে। ছ'টি চার ও একটি ছক্কা মারে সে।

উত্তরপ্রদেশের হয়ে রান পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল ও রিঙ্কু। তিন নম্বরে নেমে ১০১ বলে ১৬০ রানের ইনিংস খেলেন জুরেল। ভারতের নিউ জিল্যান্ড সিরিজের দলে পন্থের পরিবর্তে ঢোকার দাবিদার হয়ে উঠলে তিনি। রিঙ্কুও রান পেয়েছেন। তবে শতরান হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। ৬৭ হলে ৬৩ রান করেন উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক। প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ৩৬৯ রান করে উত্তরপ্রদেশ। ৫৪ রানে বরোদাকে হারিয়েছে তারা।

চমক দিয়েছেন অনুকূল। ঝাড়খণ্ডের হয়ে পুদুচেরির বিরুদ্ধে ছ'নম্বরে নেমে ৫৩ বলে ৯৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। সাতটি চার ও আটটি ছক্কা মারেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। ৭ উইকেটে ৩৬৮ রান করে ঝাড়খণ্ড। পুদুচেরিকে ১৩৩ রানে হারায় তারা। পরে বল হাতেও ২ উইকেট নেন অনুকূল। আইপিএলে কেকেআরে রয়েছেন তিনি। যে ফর্মে অনুকূল রয়েছেন, তাতে আগামী মরসুমে কলকাতার দলে নিয়মিত খেলতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। সর শর গতি কমেনি। চতুর্থে বোলারদের মমরেটিং দেয়।

মেলবোর্নের পিচ দেখে অখুশি আইসিসি অ্যাশেজের মাঝেই শাস্তি পেল অসি বোর্ড

জল্পনাই সত্যি হল। অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্টে মেলবোর্নের উইকেট দেখে খুশি হতে পারেনি তারা। এই পিচে যে ব্যাট ও বলের সমান লড়াই হয়নি, তা জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডকে শাস্তিও দিয়েছে তারা।

প্রতিটি ম্যাচ শেষে আইসিসি-র কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেন ম্যাচ রেফারি। সেই ম্যাচে পিচ কেমন ছিল, তা নিয়েও নিজের মতামত জানান ম্যাচ রেফারি। সেই মতামত দেখে একটি নম্বর দেয় আইসিসি। যদি কোনও কারণ পিচ কম নম্বর পায় তা হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মেলবোর্নের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়েছে।ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো-র রিপোর্টের ভিত্তিতে মেলবোর্নের পিচকে 'অসন্তোষজনক' আখ্যা দিয়েছে আইসিসি। আইসিসি পিচের মান নিয়ে চারটি রেটিং দেয়। তার মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অসন্তোষজনক। তার অর্থ, এই পিচে ব্যাট ও বলের মধ্যে সমান লড়াই হয়নি। বোলারেরা অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছেন। ফলে একটি ডিমেরিট পেয়েছে মেলবোর্ন। অথচ এই মাঠের পিচকেই গত তিন বছর 'খুব ভাল' আখ্যা দিয়েছিল আইসিসি।মেলবোর্নের পিচ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন পিচ প্রস্তুতকারক ম্যাট পেগ। খুশি হয়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। বোর্ডের চিফ অফ ক্রিকেট জেমস আলসোপ বলেন, "আমরা হতাশ যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের টিকিট কাটা দর্শকেরা খেলা দেখতে পেলেন না। মেলবোর্নে সাধারণত যে পিচ দেখা যায়, তা এ বার দেখা গেল না। আমরা জানি, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মাঠে বছরের পর বছর ধরে ভাল পিচ তৈরি করা হয়। এ বারও সেই চেষ্টাই করেছেন পিচ প্রস্তুতকারকেরা। কিন্তু কোনও কারণে সেটা হয়নি। আশা করছি ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না।"অ্যাশেজ সিরিজে প্রথম তিন টেস্ট জিতে সিরিজ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। মেলবোর্নে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখা হয়। কারণ, এই সিরিজে অসি পেসারদের সামনে বার বার মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং। কিন্তু মেলবোর্নে ফল হয় উল্টো। অসি ব্যাটারেরাও খেলতে পারেননি। উল্টে চতুর্থ ইনিংসে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। অর্থাৎ, নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়ে অস্ট্রেলিয়া।খেলা শেষে মেলবোর্নের পিচ নিয়ে মুখ খোলেন ইংল্যান্ডের তিন প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন, কেভিন পিটারসেন ও অ্যালিস্টার কুক। পিচের সমালোচনা করেন অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রাক্তন পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা ও ব্রেট লি-ও। তার পরেও একটি আশা ছিল অসি বোর্ডের। পার্থেও দু'দিনে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার পরেও সেই পিচকে ভাল বলেছিল আইসিসি। কিন্তু এ বার সেই পথে হাঁটল না বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।

'পালটা দেব ভারতকে', বিশ্বকাপে সূর্যদের সঙ্গে শাহিনদের করমর্দন নিয়ে বিস্ফোরক নকভি

হ্যান্ডশেক বিতর্কে বিদ্ধ ছিল এশিয়া কাপ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যত না উত্তেজনা, তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা ছিল হ্যান্ডশেক ইস্যু নিয়ে। পহেলগাঁওকাণ্ড এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম করমর্দন করা যাবে না। এমনই অঘোষিত নীতি নিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। দুই দল আবারও মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সেখানে কি সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে হাত মেলাবেন শাহিন আফ্রিদিরা? এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি

নকভি বলেন, "যদি ওরা করমর্দন করতে না চায়, তাহলে আমাদেরও তেমন কোনও ইচ্ছা নেই। যাই ঘটুক না কেন, ভারত যেটা করবে তার পালটা জবাব দেওয়া হবে। আপনারা দেখতে পাবেন, ভবিষ্যতেও আমাদের একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। ওরা একই কাজ বারবার করবে আর আমরা পিছু হটব, সেটা তো ঘটতে পারে না।" নকভি জানিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি ক্রিকেট এবং রাজনীতিকে আলাদা করার কথা বলেছিলেন। পিসিবি প্রধানের কথায়, "আগেও একথা বলেছি। আবারও বলছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাকে বার দু'য়েক বলেছেন, সব কিছুর মধ্যে রাজনীতিকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। সেদিনই তো সরফরাজ আপনাদের বলেছিল, আমাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হয়েছিল।"বড়দের এশিয়া কাপ তো বটেই অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপেও একই ছবি দেখা গিয়েছিল। হাত না মেলানো তো বটেই, দুই দলের ক্রিকেটাররাই একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। যুব পাক দলের মেন্টর সরফরাজ আহমেদ বলেছিলেন, "ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভালো ছিল না। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর স্পোর্টসম্যান স্পিরিট মেনেই সেলিব্রেশন করেছি। আমার মতে, ক্রিকেটে সৌজন্য বজায় রাখা উচিত। তবে ভারত কিন্তু তা করেনি।"উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের একটিতেও করমর্দন করেনি ভারতীয় দল। এরপর মহিলাদের বিশ্বকাপেও একই রাস্তায় হেঁটেছিল ভারতীয় মহিলা দল। যুব এশিয়া কাপেও একই ছবি দেখা যায়। সেখানেই পাক প্রতিপক্ষের সঙ্গে করমর্দন করেনি টিম ইন্ডিয়া। আর এই পরিস্থিতিতে সরফরাজের পর নকভির মন্তব্যেও স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক বাড়ল। ১৫ ফেব্রুয়ারি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল।

শচীনকে চরম 'অপমান'! 'ভারতবিদ্বেষী' আচরণ করা পাক তারকার মন্তব্যে ফের নতুন বিতর্ক

এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে স্টেনগান দেখিয়েছিলেন। পরে জশপ্রীত বুমরাহকেও কটাক্ষ করেছিলেন। সেই সাহিবজাদা ফারহান এবার চরম 'অপমান' করলেন শচীন তেণ্ডুলকরকে। পাকিস্তানি ক্রিকেটার নিজের দেশের ক্রিকেটারকে 'সেরা' প্রমাণ করতে গিয়ে শচীনকেও ছাড় লেন না। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে তাঁর কাণ্ডে হতবাক ক্রিকেটভক্তরা।

এশিয়া কাপ চলাকালীন মাঠে একাধিকবার 'ভারতবিদ্বেষী' আচরণ করেছে পাকিস্তান। সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান 'বন্দুক সেলিব্রেশন' করে বিতর্কে জড়ান। তখন অবশ্য তিনি যুক্তি দেন, পাকিস্তানের পাখতুন গোষ্ঠী নাকি এভাবেই আনন্দ-উৎসব উদযাপন করে। কিন্তু সেটা যে কথার কথা মাত্র তা ফের প্রমাণিত হল। এই মুহূর্তে বিপিএল খেলতে বাংলাদেশে তিনি।তাঁকে দু'জন ক্রিকেটারের মধ্যে 'সেরা' বেছে নিতে বলা হয়। একজন পাকিস্তানি ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ। যিনি পাকিস্তানের হয়ে ৮১টি ওয়ানডে ও ৭৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। অন্যদিকে প্রথমে ছিলেন পাকিস্তানেরই অন্যতম সেরা ব্যাটার সইদ আনোয়ার। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে সাহিবজাদা বেছে নেন আহমেদকে। এটা সবে শুরু। এরপর তিনি বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, রোহিত শর্মার থেকেও এগিয়ে রাখেন আহমেদকে। অবশেষে আসে শচীনের নাম। এবারও তিনি আহমেদের নামই করেন। তবে এটাও জানান, আহমেদ তাঁর প্রিয় ব্যাটার, কিন্তু শচীনের স্কিল তুলনায় ভালো। তারপরও কেন শচীনের জায়গায় আহমেদকে বাছলেন, সেটাই প্রশ্ন।শচীনকে এভাবে 'অপমান' করায় ক্রিকেটভক্তরা ক্ষুব্ধ। তবে শুধু ভারতীয়রা নন, পাকিস্তানিরাও এহেন মন্তব্যে খুশি নন। কীভাবে সইদ আনোয়ারকে আহমেদের থেকে পিছিয়ে রাখা হচ্ছে, তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না।

হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগমের বৈঠকে

গতানুগতিক শিল্পকর্ম থেকে বেরিয়ে উদ্ভাবনী শিল্পের উপর গুরুত্বারোপ : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: ত্রিপুরার হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আজ সচিবালয়ে ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর এক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিগমের সার্বিক কাজকর্ম পর্যালোচনা করে বলেন, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প পণ্যের উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসার উন্নয়ন ও বিপণণ এই প্রতিটি স্তরে পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন সংযোজনের মাধ্যমে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক এনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর জোর দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। তিনি গতানুগতিক শিল্পকর্ম থেকে বেরিয়ে উদ্ভাবনী শিল্প কর্মের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পণ্য কিনতে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পণ্যের ডিজাইন উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালীকরণ, কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক উদ্ভাবনী ডিজাইনের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর জোর দেওয়ার জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের রিসা এবং রাজ্যের হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের বিরাট কদর রয়েছে। এগুলি আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য। এই সব পণ্যের মান আরও কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা যায় সেই বিষয়ে আরও বেশী করে উদ্যোগী হতে হবে। রাজ্যের বিশেষ করে জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বিষয়ে অনেক মেধা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মেধাকে কাজে লাগানোর কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

আজকের বৈঠকের শুরুতে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিগমের আর্থিক অবস্থা, উৎপাদন ক্ষমতা, পণ্য বিক্রয়ের অগ্রগতি, চলমান প্রকল্পসমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান তথা সচিব এল টি ডার্লং। বৈঠকে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট উদ্ধার এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: ত্রিপুরায় চোরাচালান বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস দপ্তর। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে যৌথ অভিযানে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া এলাকার চাকমা ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে।

সকালে শুরু হওয়া এই অভিযানে একটি অশোক টাটা ট্রাক (গাড়ি নম্বর টিআর-০১-এপি-১৭১৭) আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ট্রাকটি থেকে মোট ৬৫টি কার্টনে প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার বিদেশি সিগারেট উদ্ধার হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

অভিযান চলাকালীন ঘটনাস্থল থেকে গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথরকান্দি থানাধীন বাইতাখাল বস্তির বাসিন্দা এবং ময়নুল হকের পুত্র বলে জানা গেছে।

উদ্ধার হওয়া সিগারেট ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের জন্য কাস্টমস দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের "নেশামুক্ত ত্রিপুরা" অভিযানের লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অবৈধ কার্যকলাপ দমন করে রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"আই ডোন্ট কেয়ার!"

থানায় ঢুকে রেলওয়ে দপ্তরের চালকের মাতলামি

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর:আই ডোন্ট কেয়ার!" থানায় ঢুকে রেলওয়ে দপ্তরের চালকের মাতলামি। এমনই দৃশ্য লক্ষ্য করা গেল সোমবার মধ্যরাতে বিশ্রামগঞ্জ থানায়। অভিযোগ, রেলওয়ে টেলিকম দপ্তরের একটি সরকারি গাড়ির চালককে মাতাল অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এই অবস্থাতেই তাকে আটক করা হয়। থানায় এসে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সামনে অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর পুলিশ তাদের আটক করে।

জানা গেছে, আটককৃত গাড়িটির নম্বর টি আর-০১-এটি-০২৭০। গাড়িটির সামনে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল ''অন ডিউটি রেলওয়ে টেলিকম'', যা ঘটনায় আরও বিতর্ক তৈরি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আটককৃত ব্যক্তি পুলিশের প্রশ্নের জবাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে "আই ডোন্ট কেয়ার" বলে মন্তব্য করেন, যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহারের অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

হোটেলে মারপিট, আটক টিপিএসসি-র চেয়ারম্যান ও ছেলে

আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: হোটেল পোলো টাওয়ারে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিটের পর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর নিরাপত্তা কর্মী ও টিপিএসসি চেয়ারম্যান কর্নেল কুশ কুমার শর্মার মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনার সূত্রপাত হয়, যখন অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তার গাড়ি হোটেলের সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল টিপিএসসি চেয়ারম্যানের। নিরাপত্তা কর্মী চেয়ারম্যানের গাড়ি সরানোর অনুরোধ করলে, তিনি গাড়ি সরানোর পরিবর্তে নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে, এই সময় চেয়ারম্যান জওয়ানের কলার ধরে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রাথমিক অভিযোগ অনুসারে, চেয়ারম্যান ঘটনার সময় মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চেয়ারম্যান ও তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা পরীক্ষা করানো হয় এবং এরপর তাদের নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকর্মীরা ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং শীঘ্রই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় প্রশাসনও সতর্ক হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল উদ্বিগ্ন এবং তা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তদন্তের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নতুন সভাপতি জাদেব মিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জাদেব মিয়া। তিনি রঞ্জিত গোপের স্থলাভিষিক্ত হলেন। একই সঙ্গে রঞ্জিত গোপকে সংগঠনের জাতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সোমবার আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা মজদুর সেল-এর ত্রিপুরা প্রদেশের নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। নেতৃত্ব জানান, সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম পাঁচ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করা সদস্যদের মধ্য থেকেই সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সবদিক বিবেচনা করেই জাদেব মিয়াকে ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, জাদেব মিয়া দীর্ঘদিন ধরে মাইনোরিটি সেলের সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট তৈরীর সময় জনকল্যাণের প্রত্যেকটি চাহিদার দিকে নজর রাখতে হবে: পঞ্চায়েত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একমাত্র সংকল্প ও স্বপ্ন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক নতুন ভারত গঠন। একমাত্র ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই সংকল্প ও স্বপ্নকে সফল রূপ দিতে পারবো। আজ শিপার্ডের এসপিআরসি (ত্রিপুরা) গ্রাম স্বরাজ ভবনে অনুষ্ঠিত রাজ্যভিত্তিক রোল আউট প্রোগ্রাম অব পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন ২০২৫-২৬ এন্ড প্রিপারেশন অব পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০২৬-২৭ এর কর্মশালার উদ্বোধন করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত মানে শুধু একটি অফিস বা কয়েকজন জনপ্রতিনিধি নয়, পঞ্চায়েত মানে আমরা সবাই। পঞ্চায়েত মানে আমাদের জনগণ এবং তাদের জন্য দেওয়া পরিষেবা, যেমন রাস্তা, পানীয় জল, আলো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, নারী ও শিশুর সঠিক সুরক্ষা প্রদান। এই সব কিছুর সাথে সরাসরি জড়িয়ে আছে পঞ্চায়েতের সমস্ত পরিকল্পনা ও এর কর্মসূচির বাস্তবায়ণ। তিনি বলেন, সময়মত ১টি পঞ্চায়েতের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়ে একটি বাজেট তৈরী করতে হবে। এই প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরীর সময় জন কল্যাণের প্রত্যেকটি চাহিদার দিকে নজর রাখতে হবে। প্রত্যেকটা কাজের পরিকল্পনা ও বাজেটের হিসাব জনগণের কাছ দিতে দায়বদ্ধ। একজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আজ রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় ৪.০ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি আজ রাজ্যে চালু হওয়ায় রাজ্যের ১৪ হাজার বেকার যুবক যুবতী বহুমুখী ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর. আম্বেদকর টিচিং হসপিটালের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে এই কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে.। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, নার্সিং ছাত্রছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থী, এম.পি.ডব্লিউ, আয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪০ হেলথ সেক্টরের এই কর্মসূচির সূচনা করে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে. বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যের ১৪ হাজার বেকার যুবক যুবতীর বহুমুখী ক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মঞ্জুরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনকনে শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়া মুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর: কনকনে শীতের দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তেলিয়ামুড়ার জনজীবন। ভোর ও সন্ধ্যার দিকে হিমেল হাওয়ার সঙ্গে তাপমাত্রা আরও নেমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ শীত থেকে সামান্য স্বস্তি পেতে স্থানে স্থানে আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করতে দেখা যাচ্ছে।

শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড ও গ্রামীণ পথঘাটে খড়কুটো, কাঠ ও শুকনো পাতা জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন মানুষজন।

সুরজিৎ দত্তের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা, শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর: সোমবার আগরতলার বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় রামনগরের প্রয়াত বিধায়ক ও জননেতা সুরজিৎ দত্তের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, রামনগরের বর্তমান বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের উদ্যোগে গত ২৭ ডিসেম্বর এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণের কারণে সেদিন কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়।

সোমবারের স্মরণসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত সুরজিৎ দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কর্পোরেটরগণ, মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্যসহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুরজিৎ দত্ত। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রসহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়।

রাজনৈতিক জীবনে সুরজিৎ দত্ত ১৯৮৮ সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন এবং সুধীর রঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-টিইউজেএস সরকারের মন্ত্রী হন। পরবর্তীতে ১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০৩ এবং ২০০৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টানা চারবার কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে তিনি মোট পাঁচবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী রতন দাসের কাছে পরাজিত হন। পরে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে রামনগর আসন পুনরুদ্ধার করেন এবং ২০২৩ সালের নির্বাচনেও পুনরায় বিজয়ী হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas